অপ্রকট ব্রজে কান্তাভাবের স্বরূপ

গোলোকই অপ্রকট ব্রজ। অপ্রকট ব্রজ বলিতে কোন্ ধামকে বুঝায়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচিত হইতেছে। গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-প্রকটনের হেতুবর্ণনের উপক্রমে কবিরাজগোস্বামী বলিয়াছেন—"পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার॥১।৩।৩॥ অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে। ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥১।৩।৮॥" এই দুই পয়ার হইতে জানা যায়, গোলোক হইতেই শ্রীকৃষ্ণ প্রকট ব্রজলীলায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। "সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম। শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম।১।৫।১৪" এই পয়ার অনুসারে গোলোক, ব্রজ, বৃন্দাবন—একই ধামের বিভিন্ন নাম। (১।৩।৩ এবং ১।৫।১৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবনের অপ্রকট-লীলানুগত প্রকাশই হইল গোলোক। "শ্রীবৃন্দাবনস্য অপ্রকট-লীলানুগত-প্রকাশ এব গোলোক ইতি॥ ১৭২॥" সুতরাং গোলোকই হইল অপ্রকট ব্রজধাম।

শ্রীজীবের মতে অপ্রকট ব্রজে ব্রজসুন্দরীদিগের স্বকীয়াভাব। (ক) শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি হইল তাঁহারই স্বকীয়া শক্তি এবং তাঁহার সঙ্গে এই স্বরূপ-শক্তির নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বাভাবিক সম্বন্ধ। ব্রজসুন্দরীগণ হইলেন স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তরূপ এবং এই মূর্ত্তরূপেই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কান্তা এবং তাঁহার স্বকীয়া স্বরূপশক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া তাঁহাদের স্বকীয়াত্বই স্বাভাবিক।

ব্রজসুন্দরীদিগের কান্তাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য এবং ঋষিবাক্যও দৃষ্ট হয়। নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(খ) উত্তর-গোপালতাপনী-শ্রুতি বলেন—"স বো হি স্বামী ভবতি॥২৩॥ —সেই নন্দ-নন্দন তোমাদের (গোপীদিগের) স্বামী।" স্বামি-শব্দের মুখ্যার্থে বিবাহিত স্বামীকেই বুঝায়। কেহ হয়তো বলিতে পারেন, স্বামি-শব্দে সকল সময়ে বিবাহিত স্বামীকেই বুঝায় না, অন্য অর্থও সূচিত করে; যেমন ভূস্বামী, গৃহস্বামী ইত্যাদি। ইহার উত্তরে বলা যায়—ভূস্বামী-প্রভৃতি-স্থলে মুখ্যার্থের অসঙ্গতি দেখিয়াই লক্ষণার্থ করা হয়। কোনও স্ত্রীলোক-সম্বন্ধে যখন স্বামি-শব্দ ব্যবহৃত হয়, তখন বিবাহিত স্বামীকেই বুঝায়, কখনও উপপতিকে বুঝায় না। এস্থলে স্বামী-শব্দের মুখ্যার্থেরই সঙ্গতি।

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা বলিয়া বিবাহের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। নিত্যপরিকরদের সম্বন্ধই হইল অভিমানজাত। শ্রীকৃষ্ণ অজ নিত্য বলিয়া তাঁহার কখনও জন্ম হইতে পারে না; তথাপি কিন্তু যশোদামাতার অভিমান—তিনি কৃষ্ণজননী; কৃষ্ণেরও অভিমান—তিনি যশোদা-নন্দন। তদ্রূপ, ব্রজসুন্দরীদেরও গাঢ়ানুরাগজাত অনাদিসিদ্ধ অভিমান—তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের স্বামী। তাঁহাদের এই সম্বন্ধ অনুষ্ঠানজাত নহে, পরন্তু অভিমানজাত। ব্রজসুন্দরীদিগের চরম-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমোৎকর্ষবশতঃ সেবাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য চরম-উৎকণ্ঠাময়ী বাসনাবশতঃই তাঁহাদের চিত্তে এইরূপ অভিমান বিরাজিত। বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের সম্বন্ধে লক্ষ্মীদেবীর ভাবের ন্যায় ব্রজসুন্দরীদের এই জাতীয় অভিমান স্বাভাবিক। শ্রীমদ্ভাগবতের "মৎকামা রমণং জারমিত্যাদি" ১১।১২।১২-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী একথাই বলিয়াছেন। "পতিত্বং তুদ্বাহেন কন্যায়াঃ স্বীকারিতং লোক এব। ভগবতি তু স্বভাবেনাপি দৃশ্যতে। পরব্যোমাধিপস্য মহালক্ষ্মীপতিত্বং হি অনাদিসিদ্ধমিতি।"

(গ) গৌতমীয়তন্ত্র বলেন—"অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥ ২।২৬॥ —অনাদি-সিদ্ধ গোপীদিগের নন্দ-নন্দনই পতি।" পতি-শব্দের মুখ্যার্থে স্বকীয় পতিকেই বুঝায়; (সীতাপতি

বলিলে শ্রীরামচন্দ্রকেই বুঝায়); কখনও উপপতিকে বুঝায় না। যদি কেহ এস্থলে পতি-শব্দের উপপতি-অর্থ করেন, তবে তাহা হইবে অপ্রসিদ্ধ লক্ষণার্থ। মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকাতে লক্ষণার্থ গৃহীত হইতে পারে না।

শ্রীজীবগোস্বামীর সিদ্ধান্ত উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য এবং তন্ত্রবাক্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই সমস্ত বাক্যে স্পষ্ট কথায় গোলোকে গোপসুন্দরীদিগের স্বকীয়াত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

(ঘ) ব্রহ্মসংহিতার "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ। গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥৫।৩৭॥"—এই শ্লোকে ব্রহ্মা বলিতেছেন—আদিপুরুষ অখিলাত্মভূত শ্রীগোবিন্দ স্বীয় প্রেয়সীবর্গের সহিত গোলোকেই বাস করিয়া থাকেন; তাঁহার সেই প্রেয়সীবর্গ হইতেছেন—আনন্দ-চিন্ময়-রস-প্রতিভাবিত (পরম-প্রেমময় উজ্জ্বল-রস দ্বারা প্রতিভাবিত—প্রতি-উপাসিত; পূর্ব্বে এই প্রেয়সীবর্গ উজ্জ্বল-রসময় পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বা সেবা করিয়াছিলেন; পরে শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপভাবে তাঁহাদের সেবা করিয়াছিলেন; ইহাই প্রতি-শব্দের সার্থকতা। শ্রীজীব।), শ্রীকৃষ্ণের কলারূপা (হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তিরূপা; হ্লাদিনীর মূর্ত্তবিগ্রহ বলিয়া তাঁহারা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া শক্তিরূপ অংশ বা কলা) এবং শ্রীকৃষ্ণের নিজরূপতা (নিজের স্বরূপের তুল্য। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি বলিয়া এবং স্বরূপ-শক্তি স্বরূপ হইতে অবিচ্ছেদ্যা বলিয়া তাঁহারা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপতুল্যা। "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥১।৪।৮৪-৮৫॥ তাঁহারা তাঁহার শক্তি এবং স্বরূপভূতা বলিয়া স্বকান্তা, প্রকটলীলার ন্যায় পরকীয়া-ভাবযুক্তা নহেন। "নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব, ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারত্বব্যবহারেণেত্যর্থঃ। পরম-লক্ষ্মীণাং তাসাং তৎপরদারত্বাসম্ভবাদস্য স্বদারত্ব-ময়রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিততয়া সমুৎকণ্ঠয়া পৌরুষার্থং প্রকটলীলায়াং মায়য়ৈব তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতমিতিভাবঃ। শ্রীজীব। —শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া স্বরূপ-শক্তিরূপা পরম-লক্ষ্মী গোপসুন্দরীদিগের শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে পরদারত্ব সম্ভবেইনা। রসপুষ্টির উদ্দেশ্যে উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনের নিমিত্তই প্রকট-লীলায় অপ্রকটের স্বদারত্বময় রস—কৌতুকবশতঃ যোগমায়াকর্ত্তৃক পরদারানুরূপ ব্যবহারের আবরণে আবৃত হইয়াছে)।

ব্রহ্মসংহিতার এই শ্লোক হইতেও জানা গেল, অপ্রকট গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপসুন্দরীদের স্বকীয়া-ভাব।

(ঙ) ব্রহ্মসংহিতার অন্য এক শ্লোকেও ব্রজসুন্দরীগণকে শ্রীকৃষ্ণের কান্তা এবং পরম-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের কান্ত (পতি) বলা হইয়াছে। "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ॥ ৫।৫৬॥—শ্রিয়ঃ শ্রীব্রজসুন্দরীরূপাঃ—টীকায় শ্রীজীব।"

শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রকটের পরকীয়া-ভাবময়ী লীলা বর্ণন প্রসঙ্গেও মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের স্বরূপগত প্রকৃত সম্বন্ধের ইঙ্গিত দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটী প্রদর্শিত হইতেছে।

(চ) "পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ"-ইত্যাদি ১০।৩৩।৭-শ্লোকে গোপীদিগকে স্পষ্টকথায় "কৃষ্ণবধ্বঃ—শ্রীকৃষ্ণের বধূ" বলা হইয়াছে। "বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চ"-ইত্যাদি প্রমাণে বধূ-শব্দে জায়া, স্ত্রী এবং পুত্রবধূকে বুঝায়; উপপত্নীকে বুঝায় না। সুতরাং কৃষ্ণবধ্বঃ-শব্দে গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের জায়া, স্ত্রী বা পত্নীই বলা হইয়াছে। উক্তশ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ননু মধ্যে মণীনামিত্যাদিপ্রোক্তদৃষ্টান্তো ন ঘটতে অদাম্পত্যেন তত্তদাগন্তুক-সম্বন্ধাৎ ন স্বয়ং স্বাভাবিকসম্বন্ধাভাবাত্তদেতাশঙ্ক্যানন্দবৈচিত্র্যেণ রহস্যমেব ব্যনক্তি—কৃষ্ণবধ্ব ইতি।—মধ্যে মণীনামিত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তী (১০।৩৩।৬)-শ্লোকে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, দাম্পত্য না থাকিলে তাহা সঙ্গত হয় না। যেহেতু, অদাম্পত্য হইল আগন্তুক সম্বন্ধ; স্বাভাবিক নয়। এই (১০।৩৩।৭)-শ্লোকে (মেঘচক্রের) যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, স্বাভাবিক সম্বন্ধাভাবে তাহাও সঙ্গত হয় না। তাই আনন্দবৈচিত্রীবশতঃ শ্রীশুকদেব "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দে (দাম্পত্যরূপ) রহস্য-কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।" এই শ্লোকের বৃহৎ-ক্রমসন্দর্ভটীকায় তিনি আবার লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণবধ্ব ইতি। গোপবধূত্বং প্রসিদ্ধং বারয়তি—গোপবধূ বলিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের যে প্রসিদ্ধি

আছে, কৃষ্ণবধূ-শব্দে তাহা খণ্ডিত হইল।" এইরূপে দেখা গেল, এই শ্লোকের "কৃষ্ণবধ্বঃ"-শব্দে যে গোপীদিগের স্বকীয়াত্বই প্রকাশ করা হইয়াছে, ইহাই শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত।

এস্থলে কেহ যদি বধূ-শব্দের "ভোগ্যা স্ত্রী বা উপপত্নী"-অর্থ করিতে চাহেন, তবে তাহা সঙ্গত হইবে না; যেহেতু, বধূ-শব্দের এইরূপ অর্থ কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না। যদি কেহ বলেন—কেন, "জায়া, স্নুষা, স্ত্রী"—এ-সব নানা অর্থ তো বধূ-শব্দের দৃষ্ট হয়; উপপত্নী-অর্থ করিতে দোষ কোথায়? উত্তরে বলা যায়—উল্লিখিত তিনটী অর্থ ব্যতীত বধূ-শব্দের অন্য কোনও অর্থ কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উপপত্নী-অর্থের সমর্থন কোথাও পাওয়া যায় না।

(ছ) "গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল"-ইত্যাদি (১০।৩৩।২১)-শ্লোকের অন্তর্গত "ঋষভস্য"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য—গোপীদের পতি শ্রীকৃষ্ণের।" এবং শ্রীজীব লিখিয়াছেন "অত্র ঋষভস্য পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইত্যত্রায়মভিপ্রায়ঃ। কৃষ্ণবধ্ব ইত্যস্মিন্ স্বয়মেব শ্রীমুনীন্দ্রেণ ব্যক্তিকৃতে বয়ং কথং গোপয়ামঃ।" যাহা হউক, এস্থলে জানা গেল, গোপীদিগের বাস্তব স্বকীয়াত্ব শ্রীধরস্বামিপাদেরও অভিপ্রেত।

(জ) "ধারয়ন্ত্যতিকৃচ্ছ্রেণ"-ইত্যাদি (১০।৪৬।৬)-শ্লোকের অন্তর্গত "বল্লব্যঃ"-শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"মে বল্লব্য ইতি বস্তুতস্তস্যৈব পত্নীত্বাৎ—ব্রজদেবীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই পত্নী বলিয়া।"

(ঝ) "অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে"-ইত্যাদি (১০।৪৭।২১) শ্লোকের অন্তর্গত "আর্য্যপুত্রঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"আর্য্যস্য গোপেন্দ্রস্য পুত্রঃ অস্মৎ-স্বামীতি বা—শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের স্বামী বলিয়াই তাঁহাকে তাঁহারা আর্য্যপুত্র বলিয়াছেন।" প্রাচীন গ্রন্থে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, রমণীগণ স্বামীকে আর্য্যপুত্র বলেন। গোপীদের বাস্তব স্বীয়াত্ব শ্রীপাদসনাতনেরও যে অভিপ্রেত, তাহাই এস্থলে জানা গেল।

আর "আর্য্যপুত্রঃ"-শব্দের অর্থে শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"স এব অস্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ, অন্যস্তু লোকপ্রতীতিমাত্রময়ঃ—গোপীগণ বলিতেছেন, তিনিই (শ্রীকৃষ্ণই) আমাদের বাস্তব পতি; অন্য (যাহাকে আমাদের পতি বলা হয়, সে ব্যক্তি) লোকপ্রতীতিমাত্র পতি, কিন্তু বাস্তব-পতি নহে।"

(ঞ) "তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণা মদর্থে ত্যক্তদৈহিকাঃ। মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠম্"-ইত্যাদি (১০।৪৬।৪)-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদসনাতন লিখিয়াছেন—"পরমাত্মানমপি মাং দয়িতং নিজপতিমিতি ন তু পাণিগ্রহীতারং গোপমিত্যাদি।—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, গোপীগণ আমাকেই তাঁহাদের স্বপতি মনে করেন,"। শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"তদেবং ত্রিভির্যোগৈঃ পদৈর্মামেব পতিং নিশ্চিতবত্য ইত্যর্থঃ। ন তু কিম্বদন্তীপ্রাপ্তমন্যদিত্যর্থঃ।"

পূর্ব্বোল্লিখিত (চ—ঞ) অনুচ্ছেদোক্ত আলোচনা হইতে দেখা গেল, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদের বাস্তব-সম্বন্ধ যে স্বকীয়াভাবময়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়; এইরূপই শ্রীধরস্বামী, শ্রীপাদসনাতনগোস্বামী এবং শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত।

(ট) শ্রীরূপগোস্বামীর সিদ্ধান্ত কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক।

শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধব-নাটকের পূর্ণমনোরথ-নামক দশম অঙ্কে বর্ণনা করিয়াছেন যে, দ্বারকাস্থিত নববৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। এই বিবাহ-সভায় সতীশিরোমণি অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, শচীদেবীসহ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, ব্রজের নন্দ-যশোদা, শ্রীদামাদি সখাগণ, পৌর্ণমাসীদেবী প্রভৃতি এবং দ্বারকার বসুদেব-দেবকী-বলদেব প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাপারটী এই। কোনও এক কল্পে শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরাধিকা যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন; সূর্য্যকন্যা যমুনা তখন শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়া সূর্য্যদেবের নিকটে রাখিলেন। সূর্য্যদেব স্বীয় মিত্র ও উপাসক অপুত্রক সত্রাজিৎ রাজার নিকটে শ্রীরাধাকে অর্পণ করিয়া বলিলেন—"ইঁহার নাম সত্যভামা; ইনিই তোমার কন্যা; নারদের আদেশানুসারে কোনও শোভন-কীর্ত্তি বরের হস্তে এই কন্যাকে সমর্পণ করিবে।" তারপর নারদের আদেশে রাজা সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাস্থিত অন্তঃপুরে সত্যভামা-নাম্নী শ্রীরাধাকে

পাঠাইয়া দিলেন। ইতঃপূর্ব্বে সূর্য্যপত্নী সংজ্ঞা স্বীয় পিতা বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা শ্রীরাধার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত দ্বারকায় এক নব-বৃন্দাবন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণমহিষী-রুক্মিণীদেবী সেই নব-বৃন্দাবনেই শ্রীরাধাকে লুকাইয়া রাখিলেন—যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই অসামান্য-রূপলাবণ্যবতীর সাক্ষাৎ না হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হইল, সত্যভামা যে শ্রীরাধা, তাহাও ব্যক্ত হইল। পরে রুক্মিণীদেবীর উদ্যোগেই তাঁহাদের বিবাহ হইল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীরূপের বর্ণিত বিবাহের কোনও পৌরাণিক ভিত্তি আছে কি না। উত্তরে শ্রীজীব বলেন—আছে। এ সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শ্রীমদ্-ভাগবতেও প্রকট-লীলার শেষভাগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের বিবাহের—স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও—ইঙ্গিত আছে।

সর্ব্বপ্রথমে, পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ডের প্রমাণ উল্লেখ-পূর্ব্বক তিনি দেখাইয়াছেন—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের পরে, শাল্ব-দন্তবক্র-বধান্তে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পুনরাগমন করিয়া দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন এবং তখন ব্রজলীলা অপ্রকটিত করিয়া এক প্রকাশে তিনি দ্বারকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। ১৭৪-৭৭)।

ইহার পরে, শ্রীমদ্ভাগবতের—"মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ। ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছত-সহস্রশঃ॥ ১১।১২।১৩॥"-শ্লোকের বিশদ্রূপে আলোচনা করিয়া শ্রীজীব দেখাইয়াছেন—দন্তবক্র-বধের পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে আসিয়াছিলেন, তখন ব্রজগোপীগণ তাঁহাকে পতিরূপেই পাইয়াছিলেন—উপপতিরূপে নহে (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।১৭৮-৮০)। তিনি বলেন—প্রকৃতি-প্রত্যয়-গত অর্থে (রম্+ণিচ্+অন্, ঘে) রমণ-শব্দে ক্রীড়া বুঝায়; ইহা ক্লীবলিঙ্গ। কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকে ক্রীড়া-অর্থে রমণ-শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই, রমণকারী-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। "রমণং মাং প্রাপুঃ—রমণরূপে আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে, গোপীগণ) পাইয়াছিলেন।" সুতরাং রমণ-শব্দ এস্থলে পুংলিঙ্গ। রমণ-শব্দ যখন পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার অর্থ হয় পতি—স্বামী (মেদিনীকোষ, বিশ্ব-প্রকাশ অভিধান দ্রষ্টব্য)। এইরূপে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—জার (উপপতি)-রূপে প্রতীয়মান আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) গোপীগণ পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকট-নরলীলায় বিবাহের অনুষ্ঠান ব্যতীত পতিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই উক্ত শ্লোক হইতে বিবাহের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

এস্থলে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—অক্রূরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের পূর্ব্বে অন্য গোপগণের সঙ্গে গোপীদের বিবাহের প্রসিদ্ধি ছিল; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে পুনরাগমনের পরে পরোঢ়া রমণীদের সঙ্গে কিরূপে তাঁহার বিবাহ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩।৩৭-শ্লোকে—"নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ॥—শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজবাসিগণ স্ব-স্ব-পত্নীগণকে স্ব-স্ব-পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ক্রুদ্ধ হন নাই বা অসূয়া প্রকাশ করেন নাই।" এই শ্লোক হইতে গোপীদিগের পতিম্মন্য-গোপদের উপরে শ্রীকৃষ্ণ-মায়ার (যোগমায়ার) প্রভাবের কথা জানা যায়। গোপগণ যাঁহাদিগকে স্ব-স্ব-পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা যোগমায়া-কল্পিত মূর্ত্তি; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে লীলাবিলাসিনী গোপী ছিলেন না; ইঁহারা তো তখন শ্রীকৃষ্ণসঙ্গেই ছিলেন। ঐ-গোপেদের সহিত কোনও গোপীর বাস্তবিক বিবাহও হয় নাই; বিবাহের প্রতীতিও স্বাপ্নিক—যোগমায়া-কল্পিত (১।৪।২৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজে পুনরাগমন করেন, তখন যোগমায়াই সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন—শ্রীরাধিকাদি-গোপসুন্দরীগণ তখনও অনূঢ়া। তখন তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল।

যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতের ইঙ্গিতমাত্রই শ্রীরূপগোস্বামি-বর্ণিত বিবাহের ভিত্তি নহে। উজ্জ্বলনীলমণির সম্ভোগ-প্রকরণের ১৭শ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব বলিয়াছেন—পদ্মপুরাণের ৩২শ অধ্যায়ে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, দ্বারকামহিষীগণ কৈশোরে গোপকন্যা এবং যৌবনে রাজকন্যা ছিলেন এবং স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে গোপ্যাদিত্যমাহাত্ম্যে দ্বারকা-মহিষীদের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, ষোড়শ-সহস্র গোপীই পট্টমহিষী হইয়াছিলেন।

শ্রীজীব লিখিয়াছেন, ইহা গত দ্বাপরের কথা নয়, অন্য কোনও এক কল্পের কথা। যাহা হউক, বিবাহ ব্যতীত পট্টমহিষীত্ব সম্ভব নয়। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইল যে, শ্রীরূপের বর্ণিত বিবাহ পৌরাণিক ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

আবার কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন,—শ্রীরূপ যে বিবাহের কথা লিখিয়াছেন, তাহা না হয় স্বীকার করা গেল। কিন্তু সেই বিবাহ হইয়াছে দ্বারকায়। দ্বারকাধিপতি ব্রজেন্দ্র-নন্দনের যেরূপ প্রকাশ, দ্বারকায় যাঁহাদের সঙ্গে দ্বারকাধিপতির বিবাহ হইয়াছিল, তাঁহারাও শ্রীরাধার সেইরূপ প্রকাশই; তাঁহারা সেখানে মহিষীদিগের ন্যায় সমঞ্জসা-রতিমতী, শ্রীরাধার ন্যায় সমর্থা-রতিমতী নহেন। সুতরাং তাঁহাদের বিবাহের দৃষ্টান্তে ব্রজে শ্রীরাধিকাদির বিবাহ অনুমিত হইতে পারে না।

উত্তরে এই মাত্র বলা যায়—গত যে দ্বাপরে, বা গতদ্বাপরের ন্যায় অন্যান্য যে যে দ্বাপরে, ব্রজের গোপকন্যাগণ ঘটনাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দ্বারকায় যাইয়া দ্বারকানাথের সহিত বিবাহিত হন নাই, সেই, বা সেই সেই দ্বাপরের মহিষীগণই সমঞ্জসা-রতিমতী; তাঁহারা শ্রীরাধার প্রকাশ-বিশেষ। কিন্তু শ্রীরূপ-বর্ণিত বিবাহের পাত্রী ছিলেন স্বয়ং শ্রীরাধা; ঘটনাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া শ্রীরাধাই সত্যভামা-নামের ছদ্মবেশে দ্বারকায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমর্থা রতি ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনও কারণ ঘটে নাই। ধাম-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভিন্ন-ভাবাপন্ন পরিকরদের সঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই ভাবের পরিবর্ত্তন হয়; ব্রজপরিকরদের যে তদ্রূপ ভাব-পরিবর্ত্তন হয় না, কুরুক্ষেত্র-মিলনই তাহার প্রমাণ। ঐশ্বর্য্যময় ধাম কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়বেশধারী বাসুদেব-কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদিগের মিলন হইয়াছিল; কিন্তু গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে সে স্থানে সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদিগের ভাবাপন্না হইয়া পড়েন নাই; তাঁহাদের সমর্থারতি সেখানেও অক্ষুণ্ণই ছিল। তাহার হেতু বোধ হয় এই যে, গোপীগণ সেস্থানে স্ব-স্বরূপেই গিয়াছিলেন, কোনও প্রকাশরূপে যান নাই। "প্রকাশভেদেনাভিমানভেদশ্চ। উ, নী, ম, সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতিপ্রকরণে প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব।" যে কল্পের বিবাহের কথা শ্রীরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সেই কল্পেও শ্রীরাধা স্ব-স্বরূপে—শ্রীরাধারূপেই—দ্বারকায় গিয়াছিলেন, নূতন একটী নামের আবরণে। আবরক নাম কাহারও স্বরূপের ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না।

বস্তুতঃ, বিবাহের পরেও শ্রীরাধার স্বরূপগত ভাবের—সমর্থা রতির—যে কোনওরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই, শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার ললিতমাধবের ১০।৩৬-শ্লোকে তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। "যা তে লীলারসপরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরীতা ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী-মাধুরীভিঃ। তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণু-বিহারম্॥" দ্বারকাস্থ নববৃন্দাবনে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহের পরেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে একদিন বলিলেন—"প্রেয়সী, অতঃপর তোমার আর কি প্রিয়কার্য্য করিতে পারি, বল।" তখন আনন্দের সহিত শ্রীরাধা বলিলেন—"প্রাণেশ্বর, ব্রজস্থ আমার সমস্ত সখীবৃন্দই এখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। স্বীয় ভগিনী চন্দ্রাবলীকেও (রুক্মিণীরূপে) এখানে পাইলাম। ব্রজেশ্বরী শ্বশ্রূমাতাকেও পাইলাম; আর এই নববৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জমধ্যে তোমার সহিতও মিলিত হইলাম। ইহার পরে আর কি প্রিয় বস্তু আমার প্রার্থনীয় থাকিতে পারে? তথাপি, একটী প্রার্থনা তোমার চরণে জানাইতেছি। তোমার লীলারসের সৌগন্ধোদ্‌গারী বনসমূহদ্বারা পরিবৃত এবং মাধুর্য্যসৌষ্ঠবে পরিশোভিত পরমশ্লাঘ্য যে ব্রজভূমি বিরাজিত আছে, সেই ব্রজভূমিতে (প্রেমোদ্দামতাবশতঃ) চঞ্চলস্বভাবা এবং গোপীভাবে মুগ্ধান্তঃকরণা আমাদের সহিত মিলিত হইয়া তুমি বিহার কর।" ইহা সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদিগের কথা নয়; ইহা সমর্থারতিমতী মহাভাববতী গোপসুন্দরীদিগেরই কথা। দ্বারকার ঐশ্বর্য্যভাব-মিশ্রিত আবেষ্টনীর মধ্যে সমঞ্জসা-রতিই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে, সামর্থা-রতি পারে না। সমর্থা-রতি চাহে সর্ব্বাতিশায়ী নিরঙ্কুশ বিকাশ; ব্রজব্যতীত অন্যত্র তাহা সম্ভব নয়; তাই বিবাহের পরেও শ্রীরাধার মন বৃন্দাবনের দিকেই উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কুরুক্ষেত্র-মিলনেও শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। আর একটী কথাও বিবেচ্য। দ্বারকায় প্রবেশমাত্রই যদি শ্রীরাধার সমর্থারতি সমঞ্জসায় পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার জন্য বৃন্দাবনের অনুরূপ একটা নববৃন্দাবন প্রস্তুত করার প্রয়োজনও বোধ হয় হইত না। দ্বারকার সুবিস্তীর্ণ রাজপুরীতে তাঁহার জন্য স্থানের অসঙ্কুলান হইত না।

দ্বারকাতেই যখন সমর্থা-রতিমতী মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হইতে পারিয়াছে, তখন বৃন্দাবনে বা ব্রজে বিবাহ হইতেও কোনও বাধা থাকিতে পারে না। বিবাহের বিঘ্ন যদি কিছু থাকে, তাহা হইতেছে—ভাব, স্থান নহে। তাই গত দ্বাপরের প্রকট-লীলার শেষভাগে শ্রীজীবগোস্বামী ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদিগের বিবাহের কথা বলিয়াছেন এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতেই তিনি তাহার ইঙ্গিত পাইয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইঙ্গিতমাত্র আছে; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কৃষ্ণজন্মখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এবং গর্গসংহিতায় গোলোক-খণ্ডে ষোড়শ অধ্যায়ে বৃন্দাবনেই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহের স্পষ্ট বিবরণ দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—পরকীয়া-ভাবাত্মিকা লীলায় ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্রজলীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শেষকালে কেন আবার স্বকীয়া-ভাব প্রকটনের জন্য বিবাহ-লীলার অনুষ্ঠান করিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় শ্রীজীবের কথায়। তিনি বলেন—শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বহু-বর্ণিত বিরহ-নিরসনের নিমিত্ত নিত্য-সংযোগময়-সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াও যখন শ্রীরূপগোস্বামী দেখিলেন যে, ক্রমলীলার (প্রকটলীলার) রস সিদ্ধ হইতেছে না, তখন, নানাবিধ বিরহাবসানে মিলন-জনিত সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ ও সম্পন্ন সম্ভোগ অপেক্ষাও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ—যাহাব্যতীত ক্রমলীলা-রস-পরিপাটী সিদ্ধ হইতে পারে না—তাহার নির্ব্বাহার্থ তিনি তাঁহার ললিতমাধবে বিবাহ-লীলার উদাহরণপর্য্যন্ত দিলেন। "যতো বহুবর্ণিতবিরহ-ব্যাবর্ত্তনায় নিত্যসংযোগময়-সিদ্ধান্তমুক্ত্বাপি ক্রমলীলারসস্তু তত্র ন সিধ্যতীত্যপরিতুষ্য সংক্ষিপ্ত-সঙ্কীর্ণ-সম্পন্ন-সমৃদ্ধিমদাখ্যেষু চতুর্ষু সম্ভোগেষু ফলরূপেষু বিপ্রলম্ভান্তরাঽপ্রতিঘাত্যস্য সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠস্য সমৃদ্ধিমত উদ্বাহপর্য্যন্তস্যোদাহরণরূপতয়া তৎপরিপাট্যৈবাত্র প্রমাণীকরিষ্যতে। উ, নী, নায়কভেদ-প্রকরণে ১৬শ শ্লোকের লোচনরোচনী টীকা।"

শ্রীজীবের কথা হইতে জানা গেল, প্রকট-লীলার রসপরিপাটী-নির্ব্বাহার্থই স্বকীয়া-ভাব প্রকটনের প্রয়োজন। কেন? তাহা জানিতে হইলে সম্ভোগ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ জানা দরকার। পরস্পরের প্রীতিবিধানার্থ নায়ক-নায়িকার পরস্পরের দর্শনালিঙ্গনাদিরূপ সেবা যখন পরম-উল্লাস প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে সম্ভোগ বলে (কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ। শ্রীজীব (উ, নী, সম্ভোগ)। সম্ভোগ চারি রকমের—সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন এবং সমৃদ্ধিমান্। যে সম্ভোগে লজ্জা ও ভয় বশতঃ সম্ভোগাঙ্গ বিশেষ প্রকটিত হয় না, তাহার নাম সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ; সাধারণতঃ পূর্ব্বরাগের পরেই ইহার বিকাশ। নায়ক-কৃত বিপক্ষ-বৈশিষ্ট্য বা স্ববঞ্চনাদির স্মরণ-কীর্ত্তনাদিদ্বারা যে সম্ভোগে আলিঙ্গন-চুম্বনাদি সঙ্কীর্ণ বা মিশ্রিত থাকে, তাহাকে বলে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাস হইতে আগত কান্তের সহিত মিলনে যে সম্ভোগ, তাহার নাম সম্পন্ন সম্ভোগ। আর পারতন্ত্র্যবশতঃ যে নায়ক-নায়িকার পক্ষে পরস্পরের দর্শনাদি দুর্ল্লভ হইয়া পড়ে, পারতন্ত্র্য দূর হইয়া গেলে তাহাদের পরস্পর দর্শনাদি-জনিত উপভোগের আধিক্য জন্মে যে সম্ভোগে, তাহাকে বলে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ। "দুর্ল্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ। উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥" নায়ক-নায়িকার ভাববিকাশের তারতম্যানুসারেই সম্ভোগের নাম-ভেদ।

এই চারি রকমের সম্ভোগের মধ্যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের সিদ্ধির জন্য দুইটী বস্তুর দরকার—প্রথমতঃ, নায়ক ও নায়িকা, উভয়েরই পরাধীনত্ব, যাহা মিলন-বিষয়ে উভয়কেই বাধা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, উভয়ের পক্ষেই পরে সেই পরাধীনত্বের বিনাশ, যাহাতে মিলন-বিষয়ে কাহারও‌ই কোনওরূপ বাধা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। নায়ক-নায়িকা যদি পরকীয়া-ভাবে মিলিত হয়, তাহা হইলে মিলন-বিষয়ে উভয়েই বাধা প্রাপ্ত হয়—নায়িকা বাধা প্রাপ্ত হয় শ্বাশুড়ী-আদির নিকট হইতে এবং নায়ক বাধাপ্রাপ্ত হয় পিতা-মাতাদির নিকট হইতে। এই বাধাকে অতিক্রম করিয়া যদি কোনও প্রকারে নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে, তাহা হইলে বাধাজনিত উৎকণ্ঠার ফলে মিলন-সুখও পরমাস্বাদ্য হয়। ব্রজের অন্তর্গত কোনও স্থানের নিকট-প্রবাস হইতে সমাগত-নায়কের সহিত, পরকীয়াত্বের বাধাকে অতিক্রমপূর্ব্বক নায়িকার মিলনে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ অপেক্ষা অধিকতর চমৎকারিত্বময় সুখ জন্মে বলিয়া তাহাকে সম্পন্ন-সম্ভোগ বলা হয়। ব্রজের বাহিরে কোনও স্থানের সুদূর-প্রবাস

হইতে দীর্ঘকাল পরে সমাগত নায়কের সঙ্গে মিলনে সম্পন্ন-সম্ভোগ অপেক্ষাও অপূর্ব্ব চমৎকৃতিময় সুখের অনুভব হইতে পারে বলিয়া তাহাকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলা হয়। এরূপ মিলনে আনন্দাধিক্যের হেতু এই যে, পরকীয়াত্ব এবং দীর্ঘ সুদূর প্রবাস—উভয়ে মিলিয়া মিলন-বিষয়ে বিপুল বাধা জন্মাইয়া মিলনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠাকে অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত করে; তাহার ফলেই মিলন-সুখের পরম-আধিক্য। ইহাতে বুঝা যাইতেছে—মথুরাদিস্থানে সুদীর্ঘ সুদূর-প্রবাসের পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরকীয়া-ভাবাপন্না ব্রজদেবীদের মিলনেও সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-সুখের আস্বাদন সম্ভব।

কিন্তু শ্রীরূপ যখন বিবাহেই প্রকট-লীলার পর্য্যবসান করিয়াছেন এবং পুরাণাদিরও যখন তদ্রূপই অভিপ্রায় দৃষ্ট হয় এবং শ্রীজীবও যখন বলিতেছেন যে, পরকীয়া-ভাবজাত তীব্র পারতন্ত্র্যের সম্যক্ অবসানে স্বকীয়ানুগত সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগেই সম্ভোগ-রসের চরম-পরাকাষ্ঠা এবং তাহাতেই প্রকটলীলারও রসপরিপাটীর পর্য্যবসান, তখন মনে হয়—সুদূর-প্রবাসাগত নায়ক-নায়িকার মিলনে যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগরসের আবির্ভাব হয়, উক্তরূপ স্বকীয়ানুগত সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের তদপেক্ষাও এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের অন্ততঃ দুইটা হেতু দৃষ্ট হয়—পরকীয়া-ভাবগত তীব্র পারতন্ত্র্যের সম্যক্ অবসান এবং পারতন্ত্র্যাবস্থায় যাঁহারা মিলনে বাধা-বিঘ্নের হেতু হন, তাঁহাদের সম্মতিতে এবং উদ্যোগেই নায়ক-নায়িকার মিলন। সুদূর-প্রবাসান্তের মিলনে এই দুইটী হেতুর অভাব এবং তজ্জনিত আস্বাদন-বৈচিত্রীরও অভাব।

শ্রীরূপ এবং শ্রীজীবের মতে প্রারম্ভিক পরকীয়াত্ব হইল সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের পরম-বৈশিষ্ট্যের পুষ্টিসাধক। রসপুষ্টির উৎকর্ষের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিতে গেলে শ্রীরূপের এবং শ্রীজীবের এই সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করা যায় বলিয়া মনে হয় না।

রস-বিষয়ে শ্রীরূপের সিদ্ধান্তের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। প্রয়াগে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীরূপকে রসতত্ত্ব-বিষয়ে উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—"এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্‌দরশন। ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥ ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে। কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রস-সিন্ধুপারে॥ এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন। ২।১৯।১৯৩-৫॥" আলিঙ্গন দ্বারা প্রভু শ্রীরূপের মধ্যে রস-তত্ত্ব-বিচারের শক্তি-সঞ্চার করিলেন। এই কৃপার ফলে শ্রীরূপ প্রভুর হৃদয়ের গূঢ় কথাও জানিতে পারিতেন, তাহা প্রভু নিজমুখেই বলিয়াছেন। একবার রথযাত্রা-সময়ে শ্রীরূপ নীলাচলে ছিলেন। রথের অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রভু কাব্যপ্রকাশের "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ"-শ্লোকটী পড়িয়াছিলেন। কোন্ ভাব মনে পড়াতে প্রভু এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন, স্বরূপ-দামোদর ব্যতীত আর কেহই তাহা জানিতেন না। শ্রীরূপ প্রভুর মুখে ঐ শ্লোকটী শুনিয়া সেই শ্লোকের অর্থসূচক একটী শ্লোক রচনা করিয়া তালপাতায় লিখিয়া তাহা চালে গুঁজিয়া রাখিলেন। দৈবাৎ তাহা প্রভুর হাতে পড়াতে শ্লোক পড়িয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং প্রেমোল্লাসে অতি স্নেহের সহিত শ্রীরূপকে বলিলেন—"গূঢ় মোর হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে। এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে॥ ৩।১।৭৬॥" তার পর একদিন স্বরূপ-দামোদরকে সেই শ্লোকটী দেখাইয়া বলিলেন—"মোর অন্তর্বার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে। স্বরূপ কহে—জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥ অন্যথা এ অর্থ কারো নাহি হয় জ্ঞানে॥ ৩।১।৭৮-৯॥" স্বরূপের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"ইঁহো আমায় প্রয়াগে মিলিলা। যোগ্যপাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা হৈলা॥ তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ। তুমিও কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ॥ ৩।১।৮০-১॥" আবার শ্রীমন্নিত্যানন্দ এবং শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে শ্রীরূপকে মিলিত করাইয়া—"এই দুইজনে। প্রভু কহে—রূপে কৃপা কর কায়মনে॥ তোমা দোঁহার কৃপাতে ইঁহার হয় তৈছে শক্তি। যাতে বিবরিতে পারে কৃষ্ণরস-ভক্তি॥ ৩।১।৫১-২॥" প্রভু নিজমুখেই বলিয়াছেন—রসতত্ত্ব-বিচারে শ্রীরূপ যোগ্যপাত্র; তাই তিনি স্বয়ং রসতত্ত্ব-বিষয়ে তাঁহাকে উপদেশ দিয়া আলিঙ্গন দ্বারা রসগ্রন্থ-প্রণয়নের শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে প্রভু নিজেই শ্রীরূপের জন্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন এবং রসের বিশেষত্ব-সম্বন্ধে শ্রীরূপকে উপদেশ দিবার জন্য পরম-রসজ্ঞ স্বরূপ-দামোদরকেও অনুরোধ করিয়াছেন। এত কৃপা প্রভু শ্রীল সনাতনগোস্বামী ব্যতীত আর কাহারও প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা একত্র করিয়া কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একখানা নাটক লিখিবার সঙ্কল্প শ্রীরূপের ছিল। তিনি নীলাচলে চলিয়াছেন, পথে নাটকের পরিকল্পনার কথা ভাবিতেছেন, আর কড়চা করিয়া কিছু কিছু লিখিয়াও রাখিতেছেন। পথে সত্যভামাদেবী স্বপ্নে আদেশ করিলেন, তাঁহার (দ্বারকা-লীলার) নাটক যেন পৃথক্ করিয়া লেখা হয় এবং কৃপা করিয়া ইহাও বলিলেন—"আমার কৃপায় নাটক হইবে বিচক্ষণ। ৩।১।৩৭॥" শ্রীরূপ নীলাচলে গেলেন; নাটক-লিখার কথা কাহাকেও বলেন নাই। কিন্তু প্রভুও আপনা হইতে তাঁহাকে বলিলেন—"কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে।" শ্রীরূপ বুঝিলেন, ব্রজলীলা ও পুরলীলা পৃথক্ ভাবে বর্ণন করাই প্রভুর অভিপ্রায়; সত্যভামারও অভিপ্রায় তাহাই। তখন দুই নাটকের জন্য দুই পৃথক পরিকল্পনা (সংঘটনা) স্থির করিয়া তিনি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন (৩।১।৬২)। সত্যভামার আদিষ্ট নাটকই ললিতমাধব। আর ব্রজলীলা-বিষয়ক নাটকের নাম বিদগ্ধমাধব। একদিন শ্রীরূপ নাটক লিখিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ আসিয়া শ্রীরূপের হাত হইতে একটী শ্লোক নিয়া পড়িয়াই প্রভু প্রেমাবিষ্ট হইলেন। পরে সার্ব্বভৌম, রায়রামানন্দ এবং স্বরূপ-দামোদরকে নিয়া প্রভু উভয় নাটকের কতকগুলি শ্লোক আস্বাদন করিয়াছেন। স্বরূপদামোদর এবং রায়রামানন্দ শ্রীরূপের কবিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রশংসা শ্রীরূপের রস-পরিবেশন-পারিপাট্যেরই প্রশংসা; কারণ, রসের উৎকর্ষই কবিত্বের সার। যাহা হউক, দ্বারকায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহাত্মক শ্লোকগুলি তখন রচিত হইয়াছিল কিনা বলা যায় না; সম্ভবতঃ হয় নাই। তাহা না হইলেও এই বিবাহ ললিতমাধব-নাটকের পরিকল্পনার একটী প্রধান অঙ্গ। নাটকের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রভু, বা রায়রামানন্দ, কি স্বরূপ-দামোদর শ্রীরূপকে নিশ্চয়ই পরিকল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং শ্রীরূপও তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন—এইরূপ অনুমান নিতান্তই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। সুতরাং ললিতমাধবের সিদ্ধান্ত যে মহাপ্রভুর এবং স্বরূপ-দামোদরের ও রায়রামানন্দের অনুমোদিত—এইরূপ অনুমানও অসঙ্গত নয়।

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর কৃপার কথা, রসতত্ত্ব-বিচারে শ্রীরূপের নিপুণতা-বিষয়ে প্রভুর নিজমুখের প্রশংসার কথা, স্বরূপদামোদর-রায়রামানন্দ সহ প্রভুকর্ত্তৃক শ্রীরূপের নাটক আস্বাদনের কথা এবং স্বয়ং সত্যভামাদেবীর কৃপার কথা বিবেচনা করিলে শ্রীরূপের রসবিষয়ক-সিদ্ধান্তের যে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

তারপর শ্রীজীবের কথা। শ্রীজীব শ্রীরূপগোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য; শ্রীজীব তাঁহার নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নও করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীরূপের হার্দ্দ অভিপ্রায় সমস্তই শ্রীজীব জানেন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর টীকায় শ্রীজীব নিজেই তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। "গ্রন্থকৃতাং স্বারস্যাং, কতিচিৎ পাঠাস্তু যে ময়া ত্যক্তাঃ। নাত্রানিষ্টং চিন্ত্যং, চিন্ত্যং তেষামভীষ্টং হি।" এতাদৃশ শ্রীজীবের সিদ্ধান্তও যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

লীলারস-সম্বন্ধে রসজ্ঞ ভক্তের অনুভূতি এবং সূক্ষ্মদৃষ্টিই একমাত্র প্রমাণ। তদ্রূপ অভিজ্ঞতা কোনও সাধারণ সমালোচকের থাকার কথা নয়। বৈষ্ণব-শাস্ত্রানুসারে শ্রীরূপ এবং শ্রীজীব, উভয়েই ব্রজের কান্তাভাবের নিত্যসিদ্ধ পরিকর। যাঁহারা তাঁহাদের পার্ষদত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা বলিবেন, আলোচ্য রস-পরিপাটী-বিষয়ে শ্রীরূপের এবং শ্রীজীবের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে—সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

যাহা হউক, এক্ষণে মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। কেহ বলিতে পারেন, ললিতমাধব-নাটকে শ্রীরূপগোস্বামী কল্পবিশেষের প্রকটলীলারই পর্য্যবসান দেখাইয়াছেন—বিবাহজাত স্বকীয়াতে। সকল প্রকটলীলার পর্য্যবসানই যে এইরূপ হইবে, তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে?

কোনও সঙ্কলিত ব্যাপারের পর্য্যবসানদ্বারাই সেই ব্যাপারের মূল উদ্দিষ্ট বস্তুটীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং পর্য্যবসান হইল সেই ব্যাপারের মুখ্যতম অঙ্গ। প্রকটলীলারও পর্য্যবসানই হইল মুখ্যতম অঙ্গ। কল্পভেদে রস-নিষ্পত্তির দ্বার বা ঘটনাপরম্পরার বৈলক্ষণ্য থাকিতে পারে; কিন্তু মূল অভীষ্ট রসের বা পর্য্যবসানের

বৈলক্ষণ্য থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং সকল প্রকট-লীলার পর্য্যবসানই পরকীয়া-ভাবসম্ভূত চরম-পারতন্ত্র্যের অবসানে বিবাহজাত স্বকীয়াভাবানুগত পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে বলিয়া মনে হয়। শ্রীজীবেরও ইহাই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়; তাই তিনি গত দ্বাপরের পর্য্যবসানও যে বিবাহজাত স্বকীয়া-ভাবে, তাহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—স্বকীয়াভাবেই যে প্রকটলীলার পর্য্যবসান, ললিতমাধব হইতে তাহা না হয় বুঝা গেল; কিন্তু অপ্রকট-ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের স্বকীয়াভাব, না কি পরকীয়াভাব, সে সম্বন্ধে শ্রীরূপের অভিপ্রায় কিরূপে জানা যাইবে?

প্রকটলীলার পর্য্যবসান হইতেই তাহা জানা যায়। কিরূপে? তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পদ্মপুরাণের প্রমাণবলে বলিয়াছেন—প্রকটলীলার পর্য্যবসানের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রকটলীলাকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করান; নদী যেমন সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়, তখন প্রকটলীলাও তদ্রূপ অপ্রকট-লীলার সঙ্গে মিলিত হইয়া যায়। কিন্তু প্রকটলীলার পর্য্যবসান-কালে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন-জনিত পরমানন্দে নিবিষ্টচিত্তা গোপীগণ অন্য বিষয়ে অনুসন্ধান-রাহিত্যবশতঃ প্রকটলীলার অন্তর্দ্ধানের কথা কিছুই জানিতে পারেন না। প্রকট এবং অপ্রকট যে দুইটী ভিন্ন প্রকাশ, এই দুইলীলার অভিমান এবং লীলা যে পৃথক্, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। উভয়ের পার্থক্য-জ্ঞান তাঁহাদের না থাকাতে উভয়কে এক বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। "কিন্তু দ্বয়োরৈক্যেনৈবাবিদুরিত্যর্থঃ। প্রকটাপ্রকটতয়া ভিন্নং প্রকাশদ্বয়মভিমানদ্বয়ং লীলাদ্বয়ঞ্চাভেদেনৈবাজানন্নিতি বিবক্ষিতম্। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ। ১৭৭।" ইহাতেই বুঝা যায়, প্রকট-লীলার শেষভাগে স্বকীয়াভাবানুগত পরম-বৈশিষ্ট্যময় যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসে ব্রজসুন্দরীগণ তন্ময়তা লাভ করিয়াছিলেন, সেই তন্ময়তার আবেশ এবং সেই স্বকীয়া-ভাবের আবেশ লইয়াই তাঁহারা অপ্রকটে প্রবেশ করেন এবং অপ্রকট-লীলাতেও তাঁহাদের সেই ভাবই অক্ষুণ্ণ থাকে।

উক্ত আলোচনা হইতে ইহাও মনে হয় যে, প্রকটের শেষ সময়ে যে বিবাহ, তাহাও অপ্রকট-লীলায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি-স্বরূপই—প্রকটের পরকীয়া-ভাবের আবরণে প্রচ্ছন্ন অপ্রকটের নিত্যসিদ্ধ স্বকীয়াভাব-প্রকটনের একটা উপলক্ষ্যমাত্র।

এইরূপে দেখা গেল, অপ্রকট-লীলায় স্বকীয়া-ভাবই শ্রীরূপেরও অভিপ্রেত।

(ঠ) শ্রীরূপগোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে দুইটী শ্লোক দৃষ্ট হয়; সেই দুইটী শ্লোক হইতেও কান্তাভাবসম্বন্ধে শ্রীরূপের অভিপ্রায় জানা যায়। এই দুইটী শ্লোকের একটী হইতেছে, নায়কভেদ-প্রকরণের ১৬শ শ্লোক। তাহা এই—"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি॥—ঔপপত্য-বিষয়ে যে লঘুত্বের (নিন্দার) কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল প্রাকৃত-নায়ক সম্বন্ধেই; পরন্তু রস-নির্য্যাস আস্বাদনের নিমিত্ত যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে নহে (অর্থাৎ, রসনির্য্যাস আস্বাদনার্থে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য রসশাস্ত্রে দূষণীয় নহে)।" অপর শ্লোকটী হইতেছে, নায়িকাভেদ-প্রকরণের ৩য় শ্লোক; এই শ্লোকটী শ্রীরূপের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও প্রাচীন আচার্য্যের রচিত। শ্লোকটী এই—"নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্ গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ। আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ॥—প্রাচীন রসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যে অঙ্গী-কান্তারসে পরোঢ়া নায়িকাকে অনভিপ্রেত বলিয়াছেন, তাহা কেবল কমল-নয়না-ব্রজদেবীগণ ব্যতীত অন্য পরোঢ়া নায়িকা-সম্বন্ধে। ব্রজদেবীগণ পরোঢ়া হইলেও রস-শাস্ত্রে অনভিপ্রেত নহেন; যেহেতু, রসবিশেষ আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই রসিক-মণ্ডল-শেখর কংসারি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অবতারিত করাইয়াছেন।"

যাহারা বস্তুতঃই অন্যের পত্নী, তাহাদের লইয়াই প্রাকৃত বা লৌকিক ঔপপত্য। ইহা নীতি-বহির্ভূত, সমাজের শৃঙ্খলা-নাশক, অধর্ম্মজনক এবং নিরয়-প্রাপক। তাই রস-শাস্ত্রে ইহা ঘৃণিত, বর্জ্জিত। কিন্তু প্রকট-লীলায় ব্রজসুন্দরীদিগের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে ঔপপত্য বা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের যে পরকীয়া-ভাব,

রসশাস্ত্রে তাহা ঘৃণিত বা বর্জ্জিত নয়; যেহেতু, রস-নির্য্যাস-বিশেষ আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ব্রজসুন্দরীগণকেও অবতারিত করাইয়াছেন।”—ইহাই হইল উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

ব্রজ-পরকীয়ারস নিন্দিত নহে কেন, তাহার হেতুরূপে উভয় শ্লোকেই বলা হইয়াছে—রসনির্য্যাস আস্বাদনের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণও অবতীর্ণ হইয়াছেন, ব্রজদেবীগণকেও অবতারিত করাইয়াছেন। সহজেই বুঝা যায়, পরকীয়া-রস আস্বাদনের জন্যই অবতার এবং ইহাও বুঝা যায়, প্রকটলীলায় অবতীর্ণ না হইলে ব্রজদেবীগণের সঙ্গে থাকিলেও অপ্রকটে এই পরকীয়া-রস আস্বাদিত হইতে পারিত না। ব্রজলীলা-প্রকটনের হেতু বর্ণন উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখে কবিরাজগোস্বামীও বলাইয়াছেন—“বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার। সে সে লীলা করিমু যাতে মোর চমৎকার॥ মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥ ১।৪।২৫-২৬॥” ইহা হইতে বুঝা যায়—অপ্রকট-লীলায় ব্রজদেবীদিগের স্বকীয়া-ভাব; প্রকটলীলায় যোগমায়ার প্রভাবে তাঁহারা পরকীয়া-ভাবাপন্না হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরকীয়া-রস-নির্য্যাস আস্বাদন করান। সুতরাং প্রকট-লীলায় ব্রজদেবীদিগের পরকীয়া-ভাব হইল প্রাতীতিক—অবাস্তব, আগন্তুক; ইহা স্বকীয়াভাবের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব পরকীয়াই দূষণীয়; কারণ, ইহা অধর্ম্মজনক, নিরয়-প্রাপক; ইহা সামাজিকের মনে ঘৃণা জন্মায়। কিন্তু যে পরকীয়া-ভাব অবাস্তব, প্রাতীতিক, স্বকীয়ার উপরেই প্রতিষ্ঠিত; তাহা অধর্ম্মজনকও নয়, নিরয়-প্রাপকও নয় এবং তাহা সামাজিকের মনেও ঘৃণার উদ্রেক করে না, বরং কৌতুকাবহ ব্যাপার রূপে রসাস্বাদনের পুষ্টিবিধানই করে। এজন্যই রসশাস্ত্রে ইহা দূষণীয় নহে। উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীজীবও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে লক্ষ্য করিবার একটী বিশেষ বিষয় হইতেছে এই যে, ঔপপত্যের বা পরকীয়াত্বের স্বরূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই দোষের বা দোষাভাবের বিচার করা হইয়াছে। যে কারণবশতঃ প্রাকৃত (বা লৌকিক) ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব দোষযুক্ত, সেই কারণের অভাববশতঃই ব্রজের ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব দোষমুক্ত। লৌকিক ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব বাস্তব বলিয়া নিন্দিত; ব্রজের ঔপপত্য বা পরকীয়াত্ব অবাস্তব বলিয়া অনিন্দিত; উভয় শ্লোকের শেষার্দ্ধের হেতুগর্ভ বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

যদি কেহ বলেন—উদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ের (নায়ক-প্রকরণের) প্রথম শ্লোকে “প্রাকৃত”-শব্দটী থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, অপ্রাকৃত বা অলৌকিক বলিয়াই ব্রজের ঔপপত্য দোষমুক্ত—তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই। প্রথমতঃ—প্রথম শ্লোকেই “প্রাকৃত”-শব্দ আছে; কিন্তু দ্বিতীয় শ্লোকে নাই; দ্বিতীয় শ্লোকে আছে “পরোঢ়া”-শব্দ; তাহাতেই বুঝা যায়, পরকীয়াত্বের স্বরূপের বিচারেই প্রাধান্য অর্পিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—অলৌকিক বলিয়াই যদি ব্রজের ঔপপত্য দোষমুক্ত হয়, তাহা হইলে ইহাও অনুমান করা যায় যে, লৌকিক বলিয়াই লৌকিক ঔপপত্য দূষণীয়। কেবল লৌকিক বলিয়াই যদি ইহা দূষণীয় হয়, তাহা হইলে লৌকিক স্বপতিত্বও দূষণীয় হইত, যেহেতু ইহাও লৌকিক; কিন্তু স্ব-পতিত্ব যখন দূষণীয় নয়, তখন ইহাই মনে করিতে হইবে যে, ঔপপত্যের দোষ-গুণের বিচারে লৌকিকত্ব বা অলৌকিকত্বের উপরেই প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তৃতীয়তঃ—নীতি, সমাজ বা ধর্ম্মের দিক হইতে যে বস্তুটী সামাজিকের (দৃশ্যকাব্যে দর্শকের, শ্রব্যকাব্যে শ্রোতার) মনে একটা ঘৃণা বা অশ্রদ্ধার ভাব জন্মাইয়া মনের তন্ময়তাকে বিচলিত করিয়া রসাস্বাদনের উপযোগিনী অবস্থাকে নষ্ট করিয়া দেয়, রসশাস্ত্রে তাহা উপাদেয় বলিয়া স্বীকৃত হয় না। ব্রজের ঔপপত্য-বিষয়ে কেবলমাত্র অলৌকিকত্বের জ্ঞানই যে সাধারণ সামাজিকের মন হইতে উপাদেয়ত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহের ভাবকে দূরে রাখিতে পারে না, মহারাজ-পরীক্ষিত তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। তিনি জানিতেন—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, তাঁহার ঔপপত্যও অলৌকিক এবং শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যময়ী লীলাকাহিনীর বক্তা—বিষয়-মলিনতার বহু উর্দ্ধে অবস্থিত দেবর্ষি-মহর্ষিগণ-সেবিত বিরক্ত-শিরোমণি পরম-ভাগবত শ্রীশুকদেবগোস্বামী। তথাপি, সাধারণ-সামাজিকের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—যিনি ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মরক্ষক, সেই ভগবান্ কেন জুগুপ্সিত পরদারাভিমর্শন করিলেন (শ্রী, ভা, ১০।৩৩।২৬-২৮)? শ্রীশুকদেব উত্তর দিলেন—“তেজীয়সাং ন দোষায় ইত্যাদি। গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব

দেহিনাম্। যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্॥ ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং ক্বচিৎ॥”—ইত্যাদি বাক্যে। মহারাজ-পরীক্ষিতের সভা ছিল ঐশ্বর্য্যময়ী; শুকদেবও তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের দিকটা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিয়াই পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। সভায় দেবর্ষি-মহর্ষি-আদি যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও ছিলেন ভগবানের অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন; তাই শুকদেবের উত্তরে তত্রত্য সামাজিকবর্গের চিত্তের সন্দেহ-নিরসন সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ সামাজিকের সন্দেহ তাহাতে নিরসিত হইবে কিনা, বলা যায় না। কিন্তু শ্রীশুকদেবের উল্লিখিত উত্তরের সঙ্গে এই প্রসঙ্গেই পরবর্ত্তী “নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।”-ইত্যাদি বাক্যে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যোগ করিয়া অর্থ করিলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহাতে সাধারণ-সামাজিকের মনের সন্দেহ দূরীভূত হইতে পারে। সেই উত্তরই উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকদ্বয়ের শেষার্দ্ধে দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, উক্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল, কেবল অলৌকিকত্বই ব্রজের ঔপপত্যের দোষহীনতার হেতু হইতে পারে না। অলৌকিক হইয়াও যদি ইহা বাস্তব হইত, তাহা হইলেও রসশাস্ত্রে ইহা দূষণীয়ই থাকিয়া যাইত। অবাস্তব বলিয়াই ইহা দূষণীয় নয়।

যাহা হউক, উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকদ্বয় হইতে শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত যাহা জানা গেল, তাহা এই। অপ্রকট ব্রজে স্বকীয়া-ভাব এবং প্রকট ব্রজে পরকীয়াভাব এবং প্রকটের এই পরকীয়া, প্রাতীতিক, অবাস্তব এবং স্বকীয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। অবাস্তব-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজসুন্দরীগণ বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও পত্নী নহেন, হইতেও পারেন না; যেহেতু, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিতই তাঁহাদের নিত্য অবিচ্ছেদ্য স্বাভাবিক সম্বন্ধ, অপর কাহারও সঙ্গে তাঁহাদের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। প্রাতীতিক-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার প্রভাবেই প্রকটে ব্রজদেবীদিগের পরকীয়াত্বের প্রতীতি; বস্তুতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পরকীয়া-কান্তা নহেন।

পরম-স্বীয়া। উল্লিখিত কারণ-পরম্পরাবশতঃ দার্শনিক-তত্ত্ব, রসতত্ত্ব, শ্রুতিবাক্য এবং ঋষিবাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিশেষ আলোচনা পূর্ব্বক শ্রীজীব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অপ্রকট-ব্রজে ব্রজসুন্দরীদিগের স্বকীয়াভাব এবং কেবলমাত্র প্রকট-ব্রজেই তাঁহাদের যোগমায়াকৃত পরকীয়া-ভাব। পরকীয়া-ভাব স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক মাত্র।

কিন্তু অপ্রকট-ব্রজের এই স্বকীয়াভাব মহিষীদিগের স্বকীয়াভাবের অনুরূপ নয়। মহিষীদিগের কৃষ্ণপ্রীতি সমঞ্জসা-রতি পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তাহার উপরে নয়। ব্রজদেবীদিগের প্রীতি সমর্থারতি পর্য্যন্ত উঠিয়াছে; মহাভাবাখ্য প্রেম এবং তৎসম্ভূত সমর্থারতি হইল ব্রজদেবীগণের স্বরূপগত সম্পত্তি; মহিষীগণের পক্ষে ইহা পরম-দুর্ল্লভ। “মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ। উ, নী, ম।” পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখান হইয়াছে, প্রকট-লীলার শেষভাগে পরকীয়াত্বের অবসানে স্বকীয়াত্ব-প্রকটনের পরেও ব্রজসুন্দরীগণের সমর্থারতি এবং মহাভাব অক্ষুণ্ণই থাকে। মহাভাব তাঁহাদের স্বরূপগত বস্তু বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। যে অবস্থাতেই রক্ষিত হউক না কেন অগ্নি তাহার উত্তাপ হারায় না। মৃদ্‌ভাণ্ডের আবরণে যখন থাকে, তখন স্বীয় প্রচণ্ড উত্তাপে অগ্নি মৃদ্‌ভাণ্ডকে বিদীর্ণ করিতেও পারে; কিন্তু মৃদ্‌ভাণ্ডের আবরণ অপসারিত হইলেও তাহার উত্তাপ পূর্ব্ববৎই থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রকটলীলার অবসানে পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের আস্বাদন-জনিত আনন্দ-তন্ময়তার আবেশ লইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যখন অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করেন, তখন ঐ তন্ময়তাবশতঃ তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, তাঁহারা লীলার নূতন এক প্রকাশে আসিয়াছেন। ইহাতেই জানা যায়, প্রকট প্রকাশের শেষভাগের সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-সুখ এবং অপ্রকট-প্রকাশগত সম্ভোগ-সুখ এতদুভয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই; থাকিলে এই পার্থক্যই প্রকট-লীলাবসানের সুখ-তন্ময়তা অপসারিত করিয়া দিত, তাঁহাদের চিত্তে উভয় প্রকাশের পার্থক্য জ্ঞান স্ফুরিত করিয়া দিত। বাস্তবিক, যে পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের উন্মাদনা লইয়া ব্রজদেবীগণ অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করেন, অপ্রকটেও তাহাই তাঁহাদের থাকিয়া যায়। ইহাও মহিষীবৃন্দের পক্ষে দুর্ল্লভ; যেহেতু, পরকীয়াত্বজনিত কঠোর পারতন্ত্র্যের অবসানে তাঁহাদের স্বকীয়াত্ব সংঘটিত হয় নাই।

কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন—পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের আস্বাদন-জনিত উন্মাদনা লইয়া ব্রজদেবীগণ অপ্রকটে প্রবেশ করিলেও মিলন-বিষয়ে তখন আর কোনও বাধাবিঘ্ন থাকে না বলিয়া ক্রমশঃ সেই উন্মাদনা তো স্তিমিত হইয়া যাইতে পারে। তখন আর আস্বাদন-চমৎকৃতি থাকিবে কিরূপে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই। প্রথমতঃ—ব্রজসুন্দরীদিগের প্রীতির স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাদের সুখোন্মত্ততা অক্ষুন্ন থাকে। দ্বিতীয়তঃ—উক্ত সুখোন্মত্ততার নব-নবায়মানত্ব-সাধক উৎস নিত্যই বিদ্যমান। তাহার হেতু এই। শ্রীকৃষ্ণের প্রকট-লীলাও নিত্য, প্রকটের প্রতি খণ্ড-লীলাও নিত্য—এমন কি জন্মলীলাও নিত্য। এক ব্রহ্মাণ্ডে যখন জন্মলীলা শেষ হইয়া যায়, তখনই তাহা আবার আর এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হয়, তাহার পরে আর এক ব্রহ্মাণ্ডে। এইরূপে কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ডে জন্মলীলা সর্ব্বদাই আছে; মহাপ্রলয়ে যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড থাকে না, তখনও যোগমায়া-কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডে ঐ লীলা চলিতে থাকে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষের পক্ষে জন্মলীলা নিত্য না হইলেও লীলা-হিসাবে ইহা নিত্য। এই ভাবে প্রত্যেক খণ্ডলীলাই নিত্য এবং ক্রমলীলার প্রবাহও নিত্য। প্রকটের পরকীয়াভাবও প্রকটে নিত্য, পরকীয়াত্বের অবসানে বিবাহ-লীলাও নিত্য এবং বিবাহের পরে পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসাস্বাদন-জনিত আনন্দ-তন্ময়তার আবেশ লইয়া অপ্রকট-লীলায় প্রবেশও নিত্য। এইরূপ আবেশময় প্রবেশই অপ্রকটের সুখোন্মত্ততাকে নবায়মান করিয়া তোলে। কোনও না কোনও এক ব্রহ্মাণ্ড হইতে সর্ব্বদাই যখন এভাবে অপ্রকটে প্রবেশ চলিতেছে, তখন অপ্রকটের পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের আস্বাদন-চমৎকারিত্ব যে নিত্যই নব-নবায়মান থাকিয়া যায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

ইহাই হইল মহিষী-আদির স্বকীয়াভাব অপেক্ষা অপ্রকট-ব্রজের স্বকীয়া-ভাবের সর্ব্বাতিশায়ী পরম-বৈশিষ্ট্য এবং এ-জন্যই শ্রীজীবগোস্বামী অপ্রকট-ব্রজের নিত্য ভাবকে কেবলমাত্র স্বকীয়া-ভাব না বলিয়া পরম-স্বকীয়া ভাব—এবং ব্রজসুন্দরীগণকে "পরম-স্বীয়া" বলিয়াছেন। "বস্তুতঃ পরমস্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মাণাঃ ব্রজদেব্যঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ। ২৭৮॥"

আপত্তি। শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কয়েকটী আপত্তি উঠিতে পারে। আমাদের মন্তব্যসহ সে সমস্ত নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

(১) প্রকটলীলার পরকীয়াভাবের আনুগত্যেই কান্তাভাবের সাধকের ভজন। যদি প্রকটের পরকীয়াভাবই অবাস্তব হয়, তাহা হইলে ভজনের ফল কিরূপে বাস্তব হইবে ?

মন্তব্য। পরকীয়াভাবের অবাস্তবত্বের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই খুলিয়া বলা হইয়াছে। এই ভাবটী অবাস্তব হইলেও ব্রজদেবীগণের বা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ভাবানুকুল-অভিমানটী কিন্তু সত্য—নাটকের অভিনেতার অভিমানের ন্যায় বাহ্যিক বা কৃত্রিম নহে। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের দৃঢ়-প্রতীতি এই যে—ব্রজদেবীগণ পরকীয়াকান্তা। আর অন্য ব্রজবাসীদিগের প্রতীতিও তদ্রূপ। তাহার ফলে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহাতে, যদিও ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহাদের পতিম্মন্যদিগকে কখনও পতি বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং শ্রীকৃষ্ণকেই তাঁহাদের একমাত্র প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করিতেন, তথাপি লৌকিক রীতি অনুসারে তাঁহাকে তাঁহাদের পতি বলিয়াও স্বীকার করিতে পারিতেন না; যেহেতু, প্রকট-লীলারস-পুষ্টির জন্য যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্য সম্বন্ধের জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখেন। স্বপতিত্বের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকায় এবং পতি বলিয়া স্বীকার করিতেও না পারায়, বিশেষতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তাঁহাদের পর-পত্নীত্বের অনুকূল থাকায়, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণকে লৌকিক-রীতিতে পর-পুরুষ বলিয়াই মনে করেন; তাহাতে তাঁহাদের অভিমান বা প্রতীতিও পরকীয়াত্বেই পরিণত হয়। এই প্রতীতি তাঁহাদের নিকটে অবাস্তব নয়। এই বাস্তব অভিমানকে অবলম্বন করিয়াই ভজন; সুতরাং তাহা অবাস্তবে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। ভগবৎ-কৃপায় সাধনের পরিপক্কতায় সাধক যখন পরিকররূপে লীলায় প্রবেশ লাভ করিবেন, তখন তিনিও এই প্রতীয়মান পরকীয়াভাবকে বাস্তব বলিয়াই মনে করিবেন। সুতরাং সাধনের ফলও অবাস্তব হইবে না।

(২) প্রকটলীলায় পরকীয়াত্বের অভিমান বাস্তব হইতে পারে; কিন্তু অবাস্তব বলিয়া পরকীয়াভাবই যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলেও তো সাধন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। অবাস্তব বস্তুর নিত্যতা কিরূপে সম্ভব? বিশেষতঃ প্রকটলীলার শেষভাগে যখন পরকীয়াভাব তিরোহিত হইয়া যায়, বিবাহ-লীলাকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বকীয়াত্ব প্রকটিত হয়, তখন পরকীয়াভাব যে অনিত্য, তাহা তো সহজেই বুঝা যায়।

মন্তব্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রকটলীলা বা তাহার কোনও অংশ ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষের পক্ষে অনিত্য হইলেও লীলা-হিসাবে অনিত্য নয়। যখনই কোনও ব্রহ্মাণ্ডে পরকীয়া-ভাবের অবসান হয়, তন্মুহূর্ত্তেই অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে এবং তাহার পরে অপর এক ব্রহ্মাণ্ডে—ইত্যাদি ক্রমে তাহার আবির্ভাব হইতে থাকে; সুতরাং অবাস্তব হইলেও প্রকটলীলার প্রবাহ নিত্য বলিয়া পরকীয়া-ভাবের প্রবাহও নিত্য। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে জাত অবাস্তব বস্তুর নিত্যতা নাই; যেহেতু, তাহার মুখ্য সম্বন্ধই হইতেছে জীবের অনিত্য কর্ম্মফলের সঙ্গে, অনিত্য দেহের সঙ্গে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বস্তু, তাঁহার লীলরস আস্বাদনের বাসনাও নিত্য; যেহেতু, তিনি রসস্বরূপ বলিয়া ইহা হইতেছে তাঁহার স্বরূপগত বাসনা। আবার তিনি রসস্বরূপ বলিয়া তাঁহার নিত্য-বাসনা পুর্ত্তির উপায়ভূত লীলাও হইবে নিত্য। যোগমায়া হইল তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ-শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের লীলারস-বৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্ত যোগমায়া যাহা উদ্‌ভাবিত করেন, তাহার সম্বন্ধ হইতেছে লীলারসাস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবাসনার সঙ্গে; সুতরাং তাহাও নিত্যই হইবে। তাই পরকীয়াত্বের অভিমান নিত্য, পরকীয়াভাবের লীলাপ্রবাহও নিত্য। সিদ্ধিলাভান্তে সাধকের দেহভঙ্গের সময়ে যে ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটলীলা চলিতে থাকে, দেহভঙ্গের পরে সেই ব্রহ্মাণ্ডেই আহিরী-গোপের ঘরে তাঁহার জন্ম হয় এবং যথাসময়ে লীলাতে শ্রীকৃষ্ণসেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া তিনি কৃতার্থ হন। সেই ব্রহ্মাণ্ডের লীলা যখন অপ্রকট-প্রকাশে প্রবেশ করে, তখন তিনিও এক প্রকাশে অপ্রকট-লীলায় প্রবেশ করিবেন এবং আর এক প্রকাশে প্রকটলীলায় থাকিবেন। এইরূপে সাধকের ভজনের ব্যর্থতার প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

(৩) পরকীয়াভাব অবাস্তব হইলে শ্রীমদ্‌ভাগবত-বর্ণিত সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি রাসলীলার রসোৎকর্ষ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

মন্তব্য। পরকীয়াত্বের অভিমান বাস্তব বলিয়া রসোৎকর্ষের অসদ্‌ভাবের আশঙ্কা হইতে পারে না। কিন্তু ইহাও মনে রাখা দরকার—পরকীয়াত্বই রসোৎকর্ষ-সম্পাদক নহে; তাহাই যদি হইত, প্রাকৃত পরকীয়াত্বও রসোৎকর্ষ-সাধক হইত এবং সৈরিন্ধ্রী কুব্জার ভাবেরও পরমোৎকর্ষ কীর্ত্তিত হইত। ব্রজদেবীদিগের প্রেমের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্যই রসোৎকর্ষের হেতু। পরকীয়াভাব মিলন-বিষয়ে নানাবিধ বাধাবিঘ্নের অবতারণা করিয়া রসোৎকর্ষের এক অপূর্ব্ব বৈচিত্রী সম্পাদন করে মাত্র।

(৪) প্রকট-লীলায় পরকীয়া-ভাববতী বলিয়াই ব্রজদেবীগণ স্বজন-আর্য্য-পথাদি ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এইরূপ ত্যাগের জন্যই তাঁহাদের প্রেম উদ্ধবাদি পরম-ভাগবতগণ কর্তৃক এবং "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃকও প্রশংসিত হইয়াছে। অপ্রকটের স্বকীয়াভাবেও যদি প্রকটের ন্যায় মহাভাবই বিদ্যমান্ থাকে, তাহা হইলে সেখানে স্বজন-আর্য্যপথাদি ত্যাগ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

মন্তব্য। প্রকট-লীলায় ব্রজদেবীগণের স্বজন-আর্য্যপথাদি ত্যাগের প্রশংসা কেবলমাত্র ত্যাগের জন্যই নয়। তাঁহাদিগের প্রেমের যে চরমোৎকর্ষের অদ্ভুত প্রভাব তাঁহাদিগকে স্বজন-আর্য্যপথাদির দুরতিক্রমণীয় বাধাবিঘ্নকেও উল্লঙ্ঘন করার সামর্থ্য দিয়াছে, সেই প্রেমোৎকর্ষই উদ্ধবাদির প্রশংসার বিষয় এবং শ্রীকৃষ্ণের চিরঋণিত্বেরও হেতু। ব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল প্রকট-লীলাতেই চিরঋণী, তাহা নয়; অপ্রকটেও তিনি এইরূপই ঋণী। এই প্রেমোৎকর্ষের যে কি অদ্ভুত শক্তি, তাহা প্রমাণ করার সুযোগ অপ্রকটে ঘটে না। প্রকটে পরকীয়া-ভাবের আশ্রয়ে সেই প্রেমোৎকর্ষই স্বজন-আর্য্যপথাদি ত্যাগ করাইয়া একটা সুযোগ ঘটাইয়া দেয়।

তাই প্রকটলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ এই ত্যাগের সাক্ষ্যকে উপলক্ষ্য করিয়া ব্রজদেবীগণের প্রেমোৎকর্ষ-খ্যাপন-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে স্বীয় চির-ঋণিত্ব ঘোষণা করেন।

অপ্রকটে তাঁহারা নিত্য মিলিত বলিয়া স্বজন-আর্য্যপথাদি ত্যাগের প্রশ্ন উঠে না; কিন্তু ইহাতেই ব্রজ-সুন্দরীদের মহাভাবের অভাব সূচিত হয় না। মত্ত মাতঙ্গ তাহার গতিপথের বৃক্ষাদি উৎপাটিত করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু যেস্থানে তাহার গতিপথে কোনও বৃক্ষ তাহার গমনের বাধা সৃষ্টি করে না, সেস্থানে তাহাকে কোনও বৃক্ষ উৎপাটিত করিতে হয় না বলিয়া ইহা প্রমাণিত হয় না যে, তাহার বৃক্ষোৎপাটনের শক্তি নাই। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত উত্তাল-তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া মহাসমুদ্রের এক বৈচিত্র্যময় রূপ প্রকটিত করায়; কিন্তু যখন ঝঞ্ঝাবাত থাকে না, তখনও মহাসমুদ্র মহাসমুদ্রই থাকে, তখন তাহা ক্ষুদ্র জলাশয়ে পরিণত হইয়া যায় না। তদ্রূপ, প্রকটলীলার পরকীয়া-ভাবরূপ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত ব্রজসুন্দরীদিগের স্বাভাবিক মহাভাবরূপ মহাসমুদ্রকে তুমুলভাবে উদ্বেলিত করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় বৈচিত্রীতে সমুজ্জ্বল করিয়া তোলে; কিন্তু অপ্রকটে যখন এই পরকীয়া-ভাবরূপ ঝঞ্ঝা থাকে না, তখনও মহাভাব-সমুদ্র মহাভাব-সমুদ্রই থাকে। তখন তাহাতে বৈচিত্রী জন্মায়—পরম-বৈশিষ্ট্যময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের নব-নবায়মান আস্বাদন-চমৎকারিত্ব।

গোপালচম্পূ। শ্রীজীবগোস্বামী অপ্রকট-লীলাসম্বন্ধে গোপালচম্পূ-নামে একখানা বিরাট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে তাঁহার কি অভিপ্রায় ছিল, তাহা নিজেই গ্রন্থসূচনায় ব্যক্ত করিয়াছেন। "যন্ময়া কৃষ্ণসন্দর্ভে সিদ্ধান্তামৃতমাচিতম্। তদেব রস্যতে কাব্যকৃতিপ্রজ্ঞারসজ্ঞয়া॥—শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে আমি যে সিদ্ধান্তামৃত সংগ্রহ করিয়াছি, কাব্যকৃতি-বুদ্ধিরূপা রসনাদ্বারা এই গ্রন্থে সেই অমৃতেরই আস্বাদন করা হইবে।" এই গ্রন্থে তিনি অপ্রকটে স্বকীয়া-ভাবময়ী লীলাই বর্ণন করিয়াছেন। তৎকালীন বৈষ্ণব-সমাজে এই গ্রন্থখানি যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল, কবিরাজগোস্বামীই তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—শ্রীজীব "গোপালচম্পূ করিল গ্রন্থ **মহাশূর**। নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর॥ ২.১।৩৯॥ গোপালচম্পূ নাম **গ্রন্থসার** কৈল। ব্রজের প্রেমরস-লীলাসার দেখাইল॥ ৩।৪।২২১॥"

বিরুদ্ধবাদ। শ্রীজীব যতদিন প্রকট ছিলেন, ততদিন এবং তাহার প্রায় শতবৎসর পর পর্য্যন্তও শ্রীজীবের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে যে কেহ কোনও আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রায় শতবৎসর পরে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তীর সময়ে এবং সম্ভবতঃ তাহারও কিছু পূর্ব্বে একটা বিরুদ্ধ মত জাগিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। চক্রবর্ত্তিপাদের মতে প্রকট এবং অপ্রকট—উভয়ত্রই পরকীয়াভাব। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইবে।

বিরুদ্ধবাদ ও উজ্জ্বলনীলমণির টীকা। উজ্জ্বলনীলমণির শ্রীজীবকৃত লোচন-রোচনী টীকার কোনও কোনও আদর্শে আমাদের পূর্ব্বোল্লিখিত—"লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থম-বতারিণি॥"-শ্লোকের টীকার সর্ব্বশেষে শ্রীজীবের উক্তিরূপে একটী শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় এইরূপ:—"স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া। যৎ পূর্ব্বাপরসম্বন্ধং তৎপূর্ব্বমপরং পরম্॥—এস্থলে আমি যাহা কিছু লিখিলাম, তাহার কিছু আমার নিজের ইচ্ছায়, আর কিছু পরের ইচ্ছায় লিখিত হইল। যাহার সহিত পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য আছে, তাহা আমার নিজের ইচ্ছায়—আর যাহার সহিত পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য নাই, তাহা পরের ইচ্ছায়—লিখিত বলিয়া জানিবে।" কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আচার্য্যস্থানীয় গ্রন্থকার নিজের লেখাসম্বন্ধে এইরূপ একটী কথা লিখিতে পারেন বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষতঃ এই শ্লোকটী গ্রন্থের সকল আদর্শে নাইও। সুতরাং এই শ্লোকের গুরুত্ব কতটুকু, তাহা বিবেচ্য। কিন্তু চক্রবর্ত্তিপাদকৃত উজ্জ্বলনীলমণির আনন্দচন্দ্রিকানাম্নী টীকার ভূমিকাতেও এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়; সুতরাং এই শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিলে চক্রবর্ত্তিপাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কেহই প্রক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান হয়। যাহা হউক, উল্লিখিত উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকের শ্রীজীবকৃত টীকায় কোনওরূপ অসামঞ্জস্য আছে কিনা, তাহাই দেখা যাউক।

টীকার মর্ম্ম। টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন:—কৃষ্ণের ঔপপত্য নিন্দনীয় নহে; যেহেতু, তিনি "রসনির্য্যাসেতি রসনির্য্যাসো রসসারঃ মধুররসবিশেষ ইত্যর্থঃ—রসনির্য্যাস অর্থাৎ মধুর-রসবিশেষ আস্বাদনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" মধুর-রস-বিশেষ আস্বাদনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য নিন্দনীয় হইবেনা কেন? তদুত্তরে শ্রীজীব বলেন—"অত্রাবতার-সময় এব ঔপপত্যরীতিঃ প্রত্যায়িতা * * * তদর্থমেবাবতারঃ * * * অত্র ভারাবতারণং দেবাদীনামিচ্ছয়া তদিদন্তু ঔপপত্যন্তু তস্য স্বেচ্ছয়েতি হি গম্যতে।—অবতার-সময়েই (প্রকট-লীলা-কালেই) শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্যরীতি প্রত্যায়িত হয় (অন্য সময়ে—অপ্রকট-লীলা-কালে নহে); সেই উদ্দেশ্যেই (ঔপপত্য-মূলক-লীলাবিলাসের নিমিত্তই) তাঁহার অবতার। (অবশ্য জগতের ভারাবতারণ-নিমিত্ত দেবাদির প্রার্থনাতে তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া কথিত আছে; তাহা সত্য; অবতীর্ণ হইয়া তিনি ভারাবতারণ করিয়াছেন, তাহাও সত্য; এই) ভারাবতারণ দেবতাদের ইচ্ছাতেই করা হইয়াছে, কিন্তু এই ঔপপত্য তাঁহার নিজের ইচ্ছায় সম্পাদিত হইয়াছে।" শ্রীকৃষ্ণ অবতার-সময়ে স্বেচ্ছায় ঔপপত্য-সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া তাহা নিন্দিত হইবে না কেন? তদুত্তরে শ্রীজীব-গোস্বামী—শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী শ্লোক এবং ব্রহ্মসংহিতার শ্লোক সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—"তদেবং শ্রীমদুদ্ধববাক্যে ব্রহ্মসংহিতাবাক্যেচ তাসাং তেন নিত্যসম্বন্ধাপত্তেঃ পরকীয়াত্বং ন সঙ্গচ্ছতে। তদসঙ্গতেশ্চ অবতারে তথা প্রতীতির্মায়িক্যেব।—শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধব-বাক্য এবং ব্রহ্মসংহিতা-বাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের নিত্য-সম্বন্ধ বলিয়া তাঁহাদের পরকীয়াত্ব সঙ্গত হয় না; অসঙ্গত বলিয়া প্রকট লীলা-কালে ঐ পরকীয়াত্বের প্রতীতি মায়িকী (যোগমায়া-প্রভাবে সঞ্জাতা) মাত্র।" ইহার পরে ললিত-মাধবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব তাঁহার উক্তির সমর্থন করিলেন; পরে লিখিলেন—"তদেব শ্রীকৃষ্ণেন তাসাং নিত্যদাম্পত্যে সতি পরকীয়াত্বে চ মায়িকে সতি নশ্যত্যেবাস্ততো মায়িকমন্ততস্তন্নাশেঽনাদিত্বে চ সতি নিত্যমেব স্যাত্তদ্রূপত্বে সতি পূর্ব্বরীত্যা রসাভাসঃ স্যাদিত্যতোঽবতারসময়স্যাপরভাগে ব্যক্তীভবত্যেব দাম্পত্যম্। স এব পর্য্যবসানসিদ্ধান্তশ্চ ললিতমাধব-প্রক্রিয়য়াঽত্র চ নির্ব্বাহয়িষ্যতে।—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের নিত্যদাম্পত্য-সম্বন্ধ বলিয়া প্রকটলীলার শেষ সময়ে মায়িক-পরকীয়াত্ব অন্তর্হিত হয়। পরকীয়াত্ব যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বরীতি-অনুসারে রসাভাস হইবে; তাই প্রকট-লীলার শেষভাগে দাম্পত্য ব্যক্তীভূত হয়। ললিত-মাধব-বর্ণিত প্রক্রিয়া-অনুসারে ব্রজেও দাম্পত্যে পর্য্যবসান-সিদ্ধান্ত নির্ব্বাহিত হইবে (বস্তুতঃ শ্রীগোপাল-চম্পূতে প্রকট-লীলার শেষ সময়ে ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ-লীলা বর্ণনা করিয়া শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহাদের সম্বন্ধকে দাম্পত্যে পর্য্যবসিত করিয়াছেন)। ইহার পরে ললিতমাধবের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব দেখাইলেন যে শ্রীরাধাগোবিন্দের বহু-বর্ণিত বিরহ-নিরসনের নিমিত্ত নিত্য-সংযোগময়-সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াও যখন শ্রীরূপগোস্বামী দেখিলেন যে, ক্রমলীলারস সিদ্ধ হইতেছেনা, তখন নানাবিধ-বিরহাবসানে মিলন-জনিত সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ ও সম্পন্ন সম্ভোগ অপেক্ষাও সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ যে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ—যাহা ব্যতীত ক্রমলীলারস-পরিপাটী সিদ্ধ হইতে পারে না—তাহার নির্ব্বাহার্থ তিনি বিবাহ-লীলার উদাহরণ পর্য্যন্ত দিলেন। পরে শ্রীজীব বলিলেন—"তস্মাদুপপতীয়মানত্বে-নৈবাসাবুপপতিরিত্যুপদিষ্টঃ।—প্রকট-লীলায় উপপতিরূপে প্রতীয়মান হয়েন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে উপপতি বলা হয়।" "উত্তরত্র ব্যক্তে দাম্পত্যে বিপ্রলম্ভাঙ্গস্যৌপপত্যে ভ্রমস্য সমৃদ্ধিমদাখ্য-সম্ভোগ-রসপোষকত্বাত্তস্মিংস্তু ন লঘুত্বং যুক্তং কিন্তু মহত্ত্বমেবেত্যাহ ন কৃষ্ণ ইতি।—শেষকালে দাম্পত্য প্রকটিত হয় বলিয়া বিপ্রলম্ভের অঙ্গস্বরূপ যে ঔপপত্য, তাহাতে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসের পোষকতা সাধিত হওয়ায় তাদৃশ ঔপপত্যের লঘুত্ব (জুগুপ্সিতত্ব) সঙ্গত হয় না, বরং মহত্ত্বই যুক্তিসঙ্গত; তাই মূল শ্লোকে বলা হইয়াছে 'ন কৃষ্ণে' ইত্যাদি।" পরে বলিলেন—"প্রাকৃত বাস্তব ঔপপত্যে রস-পাটী-সম্ভাব নাই; তাই রসশাস্ত্রে তাহা নিন্দিত; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঔপপত্য অবাস্তব, অথচ তাহা রস-পরিপাটীর পোষকতা করে, তাই—তাহা নিন্দিত নহে, যেমন পরম-লোভনীয় পথ্য যদি কুপথ্য মনে করিয়াও ভোজন করা যায়, তাহা হইলেও যেমন পথ্য-ভোজন করা হইয়াছেই বলা হয়, তদ্রূপ।" ইহার পরে ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেম—মহিষী-আদির প্রেম অপেক্ষা যে জাতিতেই শ্রেষ্ঠ, ঔপপত্যের বারণাদি যে তাঁহাদের সেই প্রেমবলের-ব্যঞ্জকমাত্র, পরন্তু

উৎপাদক নহে, শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া শ্রীজীব পুনরায় বলিলেন—"যদবতারাদন্যদা ন তাদৃশতায়াঃ স্বীকারঃ কিন্তু দাম্পত্য স্যৈবেতি লভ্যতে—প্রকট-লীলা-সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পরকীয়াত্ব স্বীকৃত হয় না, দাম্পত্যই স্বীকৃত হয়।" অনন্তর এই উক্তির অনুকূল প্রমাণ দেওয়ার নিমিত্ত ব্রহ্মসংহিতা, গৌতমীয়তন্ত্র, বেদান্তসূত্র, গোপালতাপনী, শ্রীমদ্‌ভাগবত, প্রভৃতি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া স্থলবিশেষে কোন কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—"তস্মাদনাদিত এব তাভিঃ সমুচিতায়া রাসাদিক্রীড়ায়া অবিচ্ছেদাৎ পরদারত্বং ন ঘটত এবেতি ভাবঃ।—সুতরাং অনাদিকাল হইতেই সেই সমস্ত ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত সমুচিত রাসাদিক্রীড়া অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া পরদারত্ব ঘটিতেই পারেনা, ইহাই সারার্থ।" ইহার অব্যবহিত পরেই কোন কোন গ্রন্থে "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীজীবকৃত টীকাটীর সম্যক্ বিবরণই সংক্ষেপে উপরে প্রদত্ত হইল। স্পষ্টই দেখা যায়—উহার উপক্রমে, উপসংহারে এবং মধ্যভাগে সর্ব্বত্রই—শ্রীজীব প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজসুন্দরীদিগের স্বরূপতঃ স্বকীয়া-ভাবময় দাম্পত্য-সম্বন্ধ; রস-নির্য্যাস-পরিপাটীর উদ্দেশ্যে কেবল প্রকট-লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের উপপতি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন; এই ঔপপত্য বাস্তব নহে, পরন্তু যোগমায়া-কল্পিত। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও বিশেষ আলোচনাপূর্ব্বক শ্রীজীব বলিয়াছেন—"প্রযত্নেনোপপাদনাজ্জারত্বঞ্চ প্রাতীতিকমাত্রম্।—গোপীদিগের নিত্যপতি শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া (প্রযত্নেন—যোগমায়ার সহায়তায়) তাঁহাদের উপপতি সাজিয়া ছিলেন। এই উপপতিত্ব প্রতীতিমাত্র, বাস্তব নহে। ১৭৭॥"

শ্রীজীব তাঁহার টীকায় প্রসঙ্গক্রমে বরং ইহাই দেখাইয়াছেন যে, ঔপপত্য যদি মায়িক না হইয়া বাস্তব হইত এবং শেষকালে যদি দাম্পত্য প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে ক্রমলীলা-রস-সিদ্ধিমূলক পরম-বৈশিষ্টময় সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ-রসই নিষ্পন্ন হইত না। এই বিষয়টী পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

টীকায় পূর্ব্বাপর-সামঞ্জস্যের অভাব নাই। টীকার সর্ব্বত্রই এক ভাবের কথা—পরস্পর-বিরোধী দুই ভাবের কথা কোথাও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং "কিছু নিজের ইচ্ছায়, কিছু পরের ইচ্ছায় (সুতরাং নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে) লিখিত"—উক্ত টীকা-সম্বন্ধে এরূপ কোনও যুক্তিই খাটিতে পারে না। শ্রীজীব যাহা লিখিয়াছেন, তাহার উপক্রমের সহিত উপসংহারের সামঞ্জস্য আছে এবং সন্দর্ভ, চম্পূ, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ক্রমসন্দর্ভ, ব্রহ্ম-সহিতার টীকা প্রভৃতিতে এই বিষয়ে শ্রীজীব যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গেও উক্ত টীকার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। সুতরাং উক্ত টীকার পরে "স্বেচ্ছয়া লিখিতং কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি শ্লোকটী নিতান্তই খাপছাড়া হইয়া পড়ে; ঈদৃশ কোনও শ্লোক এস্থলে লিখিবার কোনও হেতুও দেখা যায় না। যাঁহারা শ্রীজীবের সিদ্ধান্তটী গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের কেহই পরবর্ত্তী কালে উক্ত শ্লোকটী যোজনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়।

বিরুদ্ধবাদ ও কর্ণানন্দ। কর্ণানন্দ-নামক একখানা গ্রন্থ বহরমপুর রাধারমণ-যন্ত্র হইতে বহুবৈষ্ণবগ্রন্থের প্রকাশক পণ্ডিতপ্রবর রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকারের নাম দেওয়া হইয়াছে শ্রীযদুনন্দন দাস; ইনি নাকি শ্রীলশ্রীনিবাস-আচার্য্যের কন্যা শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য—এইরূপই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে আবার আচার্য্যপ্রভুর পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্রাদির এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যাদিরও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও বহু পয়ার এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। অপ্রকট-ব্রজে পরকীয়াভাবই যে শ্রীজীবের হার্দ্দসিদ্ধান্ত, কর্ণানন্দে তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। প্রকাশক বিদ্যারত্নমহাশয় বলেন—বহুবৈষ্ণব-গ্রন্থের অনুবাদক প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা যদুনন্দনদাসই কর্ণানন্দের গ্রন্থকার। ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না; গ্রন্থখানি কৃত্রিম বলিয়াই আমাদের মনে হয়; তাহার হেতু এই।

(১) কর্ণানন্দে লিখিত আছে, ১৫২৯ শকের বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গ্রন্থ-লিখন সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে ১৫৩৭ শকে সমাপিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে বহু পয়ার উদ্ধৃত হইয়াছে দৃষ্ট হয়।

(২) শ্রীনিবাস-আচার্য্য ১৫২১-২২ শকে শ্রীবৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিয়া আসেন, তারপরে তাঁহার বিবাহ। অথচ তাঁহার দেশে ফিরিয়া আসার ছয় সাত বৎসর পরে ১৫২৯ শকের বৈশাখে সমাপিত কর্ণানন্দে তাঁহার পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্রাদির এবং তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়; তাঁহার কন্যা হেমলতাঠাকুরাণীর শিষ্যই নাকি কর্ণানন্দের গ্রন্থকার যদুনন্দনদাস এবং হেমলতাঠাকুরাণীর আদেশেই নাকি গ্রন্থের নাম কর্ণানন্দ রাখা হইয়াছে—এসব কথাও কর্ণানন্দে লিখিত হইয়াছে।

(৩) যদুনন্দনদাসঠাকুরের ন্যায় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের গ্রন্থে কোনও ঘটনা সম্বন্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি থাকা সম্ভব নহে; কিন্তু কর্ণানন্দে তাহাও দৃষ্ট হয়। রাজা বীরহাম্বীর কর্তৃক শ্রীনিবাস-আচার্য্যের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে প্রেরিত গোস্বামিগ্রন্থ চুরির ন্যায় একটা সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা সম্বন্ধেই দুই রকম উক্তি দৃষ্ট হয়; চতুর্থ নির্য্যাসে লিখিত আছে—আচার্য্যপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে গ্রন্থ লইয়া আসার সময়ে গ্রন্থ চুরি হয়; কিন্তু প্রথম নির্য্যাসে লেখা আছে—শ্রীবৃন্দাবন হইতে দেশে আসার পরে আচার্য্যপ্রভু যখন গ্রন্থ লইয়া পুরুষোত্তম যাইতেছিলেন, তখন বীরহাম্বীরের লোক গ্রন্থ চুরি করে।

বাহুল্যভয়ে অন্যান্যহেতু এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, কর্ণানন্দ ১৫২৯ শকের অনেক পরের লেখা; ইহা যদুনন্দনদাসঠাকুরের লেখাও নহে। গ্রন্থখানিতে প্রাচীনত্বের ছাপ দেওয়ার জন্য সমাপ্তিকাল ১৫২৯ লেখা হইয়াছে এবং প্রামাণ্যত্বের ছাপ দেওয়ার জন্য যদুনন্দনদাসঠাকুরের নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। কর্ণানন্দ-প্রকাশের উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে।

(৪) কর্ণানন্দের চতুর্থ নির্য্যাসে লিখিত হইয়াছে—"এই সব নির্দ্ধার করি শ্রীল দাসগোসাঞি। নিয়ম করি কুণ্ডতীরে বসিলা তথাই॥ সঙ্গে কৃষ্ণদাস আর গোসাঞি লোকনাথ। দিবানিশি কৃষ্ণকথা সদা অবিরত॥ হেনই সময়ে গ্রন্থ গোপাল-চম্পূ নাম। সবে মেলি আস্বাদয়ে সদা অবিরাম॥ আস্বাদিয়া চিত্তে অতি আনন্দ উল্লাস। অত্যন্ত দুরূহ কিবা শ্লোকের অভিলাষ॥ বাহ্যার্থে বুঝায় ইহা স্বকীয়া বলিয়া। ভিতরের অর্থমাত্র কেবল পরকীয়া॥ শ্রীজীবের গম্ভীর হৃদয় না বুঝিয়া। বহির্লোক বাখানয়ে স্বকীয়া বলিয়া॥ গ্রন্থের মর্ম্মার্থ বুঝায় যেন পরকীয়া। আনন্দে নিমগ্ন সবে তাহা আস্বাদিয়া॥ * * *॥ চম্পূগ্রন্থ মর্ম্ম জানি গোসাঞি কৃষ্ণদাস। নিত্য-লীলা স্থাপন করিলা গ্রন্থমাঝ॥"

শ্রীশ্রীগোপালচম্পূতে অপ্রকট-লীলার বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামী বলিয়াছেন—গোকুলের একই পুরীতে শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা বাস করেন এবং শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদা, শ্রীরোহিণী-মাতা এবং শ্রীবলদেবাদিও সেই পুরীতেই বাস করেন। আবার নন্দমহারাজের রাজসভায় স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ যখন শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণন করিতেন, তখন শ্রীরাধিকাদিকে সঙ্গে লইয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও পরিষেবিত হইয়া ব্রজেশ্বরী যশোদামাতাও রাজসভার দ্বিতল কক্ষে স্বর্ণতন্তুজালের অন্তরালে অবস্থান করিয়া হৃৎকর্ণ-রসায়ন কৃষ্ণচরিত শ্রবণ করিতেন। শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের স্বপত্নী না হইয়া উপপত্নী হইতেন, তাহা হইলে সকলের জ্ঞাতসারে তাঁহাদিগকে লইয়া পিতা-মাতার সহিত একই পুরীতে অবস্থান শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে অসম্ভব ও অস্বাভাবিক হইত। শ্রীশ্রীনন্দ-যশোদা স্বীয় পুত্রের উপপত্নীদিগকে স্বীয় অন্তঃপুরমধ্যে পরম যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং শ্রীযশোদামাতা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজসভায় উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন—পুত্রের উপপত্নী-সমূহকে তাঁহারা পুত্রবধূর মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন—এইরূপ মনে করিলে নন্দ-যশোদার নির্ম্মল বাৎসল্য-প্রেমেই দুরপনেয় কলঙ্কের আরোপ করা হয়। উক্ত বর্ণনায় শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টাক্ষরেই শ্রীরাধিকাদিকে যশোদা-মাতার "তনয়-বধূ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন:—মণিময়বরপীঠে যাতৃমুখ্যান্তরালে নবতনয়বধূভিঃ সেবিতারাৎ প্রদেশা। সুতমুখবিধুকান্তিং সা গবাক্ষাৎ পিবন্তী সুত-সুচরিততৃষ্ণক্ কৃষ্ণমাতা ব্যরাজীৎ॥ —শ্রীগোপালচম্পূ—পূ ৩।১৩।" অথচ কর্ণানন্দ বলেন—অপ্রকট ব্রজে পরকীয়াত্বই নাকি চম্পূর গূঢ় অভিপ্রায়।

কবিরাজ-গোস্বামীর গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার উদ্ধৃত করিয়া আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকটনের হেতু বর্ণন উপলক্ষ্যে তিনি বলিয়াছেন—অপ্রকটে স্বকীয়াভাব বলিয়া প্রকটে যোগমায়াদ্বারা ব্রজদেবীদের পরকীয়াভাব জন্মাইয়া লীলারস আস্বাদনের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা গোপালচম্পূর অনুগত সিদ্ধান্ত। অথচ কর্ণানন্দ বলেন—কবিরাজ তাঁহার গ্রন্থে চম্পূর গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইয়া অপ্রকটে পরকীয়াত্বই স্থাপন করিয়াছেন।

কর্ণানন্দ হইতে জানা যায়, চম্পূর অভিপ্রায় লইয়া এক সময়ে বাঙ্গালাদেশে একটা তর্ক উঠিয়াছিল। কর্ণানন্দ বলেন, তাহার মীমাংসার জন্য বীরহাম্বীর প্রমুখ তিন ব্যক্তি বসন্তরায়ের মারফতে শ্রীজীবগোস্বামীর নিকটে এক পত্র লিখেন। পত্রের উত্তরে শ্রীজীব নাকি লিখিয়াছেন—"বিশেষে উপদেশিলা আচার্য্য মহাশয়। তাঁর যেই মত সেই মোর মত হয়॥ সাধনে যেই ভাব্য, সেই প্রাপ্তি বস্তু হয়। পত্রীতে বুঝাইল ইহা নাহিক সংশয়॥ পঞ্চম বিলাস।" এস্থলে উল্লিখিত "পত্রীটী" বীরহাম্বীরের নিকটে লিখিত; পত্রীটীও কর্ণানন্দে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে আছে,—"* * * অথ যন্মুহুর্নিত্যস্মরণ-প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি। সেবা সাধকরূপেণেত্যাদিনা। তত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্টসেবানুরূপচিন্তিতদেহেনেত্যর্থঃ। তত্রচ সিদ্ধরূপেণ রাগানুগানুসারেণৈবেতি কালদেশলীলাভেদা বহুধেতি কীয়তি লেখ্যা। সাধকরূপেণ সেবা তু বৈধপ্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রীমদাচার্য্যমহাশয়াস্তত্র বিশেষং উপদেক্ষ্যন্তি। এতেহস্মাকং সর্ব্বমেবেতি কিমধিকেন। (তারকা-চিহ্নিত স্থানে কুশলাদি লিখিত হইয়াছে)।—নিত্য-স্মরণ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা অনুসন্ধান করা হইয়াছে, সেবা সাধকরূপেণ ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। এস্থলে সাধকরূপে অর্থ বাহ্যদেহে, সিদ্ধরূপে অর্থ স্বীয় অভীষ্ট সেবার অনুরূপ অন্তশ্চিন্তিতদেহে। সিদ্ধদেহও রাগানুগানুসারেই নির্ণীত হয়। সাধকদেহের সেবা আগমাদি-অনুসারে বৈধপ্রক্রিয়ায় নির্ব্বাহিত হয়—জানিবে। সেস্থানে শ্রীল-আচার্য্য-মহাশয়গণ আছেন, তাঁহারাই বিশেষ উপদেশ দিবেন। তাঁহারাই আমাদের সর্ব্বস্ব।"

গোপাল-চম্পূর স্বকীয়া-পরকীয়া-বিষয়ক তর্কসম্বন্ধীয় পত্রের উত্তরেই নাকি উক্ত পত্র শ্রীজীব কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে বলিয়া কর্ণানন্দ বলেন। কিন্তু উক্ত পত্রে চম্পূ-সম্বন্ধীয় কোনও কথাই নাই। পত্র পড়িলে মনে হয়, রাজা বীরহাম্বীর রাগানুগামার্গের ভজন সম্বন্ধেই কোনও প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীজীবও তৎসম্বন্ধেই সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছেন; বিশেষ বিবরণ শ্রীল-আচার্য্য প্রভুর নিকটে জানিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন। অথচ এই পত্রখানিকে উপলক্ষ্য করিয়াই কর্ণানন্দকার বলিতেছেন, পত্রে নাকি শ্রীজীব বলিয়াছেন—"চম্পূর অভিপ্রায় সম্বন্ধে আচার্য্য-ঠাকুরের যেই মত, আমারও সেই মত।" (অবশ্য কর্ণানন্দ বলেন—অপ্রকটে পরকীয়া-ভাবই বর্ত্তমান, ইহাই আচার্য্যের অভিমত। কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ নাই)।

উল্লিখিত পত্রখানি ভক্তিরত্নাকরেও উদ্ধৃত হইয়াছে (ভক্তিরত্নাকরে, বৈধ-প্রক্রিয়য়া স্থলে ত্রিবিধ-প্রক্রিয়য়া পাঠ দৃষ্ট হয়)। কিন্তু চম্পূবিষয়ক কোনও তর্ক-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে যে এই পত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিরত্নাকর বলেন না।

শ্রীজীবগোস্বামী আচার্য্য প্রভুর নিকটেও পত্রাদি লিখিতেন। কর্ণানন্দে এরূপ একখানা এবং ভক্তিরত্নাকরে দুইখানা পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। কোনও পত্রেই চম্পূর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোনও তর্কের উল্লেখ নাই। প্রথম পত্রে লিখিত হইয়াছে—উত্তর-চম্পূর সংশোধন কিছু বাকী আছে। দ্বিতীয় পত্রে লিখিত হইয়াছে—উত্তর-চম্পূ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও আরও বিচার করিতে হইবে। ইহাতে বুঝা যায়, কোনওরূপ সিদ্ধান্ত-বিরোধাদি না থাকে, তদুদ্দেশ্যে শ্রীজীব নিজেই বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া তাহার পরেই চম্পূগ্রন্থ সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন।

কর্ণামৃতে আরও লিখিত হইয়াছে—আচার্য্য-প্রভু নাকি তাঁহার অনুগত লোকদিগকে চম্পূ পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং তিনি নিজেও চম্পূর প্রচার বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ উক্তির অনুকূল কোনও প্রমাণ কর্ণামৃতেও পাওয়া যায় না, অন্য কোনও গ্রন্থেও দৃষ্ট হয় না। ইহা বিশ্বাসযোগ্যও নহে। অপ্রকটে-স্বকীয়া-ভাবাত্মক

লীলা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই যদি চম্পূর অধ্যয়ন ও প্রচার বন্ধ করার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে—শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ, প্রীতি-সন্দর্ভ, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীজীবকৃত টীকা, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতার শ্রীজীবকৃত টীকা, গোপাল-তাপনী শ্রুতি, লোচনরোচনী টীকা, গৌতমীয়-তন্ত্রাদি সমস্ত গ্রন্থেরই অধ্যয়ন ও প্রচার বন্ধ করিতে হইত; কারণ, এই সমস্ত গ্রন্থেই অপ্রকটে স্বকীয়াত্ব-প্রতিপাদক-বিচার-মূলক সিদ্ধান্ত বহুস্থলে দৃষ্ট হয়।

কর্ণামৃতের নানাস্থানেই অপ্রাসঙ্গিক ভাবেও পরকীয়া-বাদের কথা বহু বার বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, অপ্রকটে স্বকীয়াত্ব-প্রতিপাদক যে সিদ্ধান্ত শ্রীজীব স্থাপন করিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তটীকে উড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই বহু পরবর্ত্তী কালে কোনও লোক কর্ণামৃত রচনা করিয়াছেন।

আধুনিক বিরুদ্ধবাদ। জনৈক আধুনিক বৈষ্ণব বলিয়াছেন—"পরকীয়া-ভাবের উপাসনামূলক ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থদ্বয় প্রচারিত হওয়ায়, তৎকালীন অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায় উত্তেজিত হইয়া পরকীয়া-বাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে অসম্প্রদায়ী বলিয়া বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন। তখন মধ্যস্থের অভাবে কোনও বিচার-সভা আহূত হইতে না পারায় বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনা ও বিরুদ্ধাচরণকে প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে শ্রীজীব-গোস্বামী সন্দর্ভে স্বকীয়াবাদ স্থাপন করেন এবং তদনুরূপ লীলা বর্ণন করিয়া গোপালচম্পূ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।"

এই জাতীয় অভিযোগের কথা উক্ত বৈষ্ণব-মহাশয়ই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনবাসী গোস্বামীদের প্রকটকালেই যে কেহ তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, এরূপ কথা পূর্ব্বে শুনা যায় নাই। তৎকালে "অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের" মধ্যে শ্রীসম্প্রদায়ব্যতীত অন্য কোনও সম্প্রদায়ের খুব বেশী প্রতিপত্তি ছিল বলিয়াও মনে হয় না। কিন্তু শ্রীসম্প্রদায় ব্রজভাবের উপাসক নহেন; সুতরাং ব্রজের কান্তাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে তাঁহাদের বাদানুবাদ করা সম্ভবপরও নয়। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ও তখন বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই সম্প্রদায়ের কোনও উল্লেখ নাই; শ্রীজীবগোস্বামীর সর্ব্বসম্বাদিনীতে গৌতম, কণাদ, জৈমিনী, কপিল, পতঞ্জলি, পৌরাণিক, শৈব, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, ভাস্কর প্রভৃতি বহু প্রাচীন এবং পরবর্ত্তী আচার্য্যের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিম্বার্কাচার্য্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বল-নীলমণি লিখিত হওয়ার বহু পূর্ব্ব হইতেই পরকীয়াভাবাত্মিকা লীলার কথা শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন; শ্রীমদ্ভাগবতাদির বিরুদ্ধে যে কোনও বৈষ্ণবসম্প্রদায় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যায় না।

কাশীর গবর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীলগোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, মহোদয়-সম্পাদিত শ্রীপাদ-বলদেব-বিদ্যাভূষণ-প্রণীত সিদ্ধান্তরত্নের ভূমিকা হইতে জানা যায়—(শ্রীজীবাদির প্রায় এক শত বৎসর পরে) ১৬৪০ শকাব্দে অম্বরাধিপতি দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে এক সভায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের সঙ্গে অন্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের একটা বিচার হয়। শ্রীপাদ-বলদেব-বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে সেই বিচার-সভায় যোগদান করিয়া এই সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। সেই সময়েই তিনি বেদান্তের গোবিন্দ-ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। সেই সভাতে সম্প্রদায়ের বৈদান্তিক-ভিত্তিসম্বন্ধেই বিচার হইয়াছিল; বিদ্যাভূষণের গোবিন্দ-ভাষ্য সকল সম্প্রদায়কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু সেখানে ব্রজের গোপীভাব-সম্বন্ধে কোনও বিচার হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। শ্রীরূপের গ্রন্থ যদি অন্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টিই করিয়া থাকিবে এবং সেই গ্রন্থ যখন উক্ত বিচার-সভার সময়েই ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, তখন উক্ত সভায় যে এবিষয়ে কোনও আলোচনা হইত, তাহা স্বাভাবিক-ভাবেই মনে করা যায়।

একখানা আধুনিক গ্রন্থ (মুর্শিদাবাদ-কাহিনী) হইতে জানা যায়, উল্লিখিত সভার দুই তিন বৎসর পরে (১১২৭।২৮ সনে, ১৬৪২।৪৩ শকে) বাংলাদেশে মুর্শিদাবাদের তৎকালীন নবাব-সাহেবের দরবারে এক সভায় জয়নগর হইতে আগত জনৈক স্বকীয়াবাদী দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত গৌড়দেশবাসী কতিপয় পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারে পরাজিত হইয়া পরকীয়াবাদ স্বীকার করিয়া যান। তৎপূর্ব্বে তিনিই একবার গৌড়দেশবাসীদিগকে পরাজিত

করিয়া নবাব-দরবারে স্বকীয়াবাদ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে এ-বিষয়ে দুই খানি পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রকট কি অপ্রকট লীলাসম্বন্ধেই এই বিচার, পত্রদ্বয় হইতে তাহা জানা যায় না। তর্কদ্বারা যে কোনও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, উল্লিখিত দুই সভায় পরস্পর-বিরোধী দুইটী সিদ্ধান্তই তাহার প্রমাণ। বেদান্তও বলেন—তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ। যাহা হউক, নবাব-দরবারের সিদ্ধান্ত—বাদী-প্রতিবাদীর যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মধ্যস্থ পণ্ডিতদেরই সিদ্ধান্ত, শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত নহে। শ্রীজীবের সিদ্ধান্তই আমাদের অনুসন্ধেয়। তবে উক্ত গ্রন্থ হইতে ইহা জানা যায় যে, সেই সময়ে স্বকীয়া-পরকীয়া লইয়া একটা আন্দোলন চলিতেছিল।

যাহা হউক, উক্ত বৈষ্ণব-মহাশয়ের উক্তির যে কোনও মূল্য নাই, অন্যরূপেও তাহা দেখা যায়। তাহাই দেখান হইতেছে।

প্রথমতঃ—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এবং উজ্জ্বলনীলমণিতে যে পরকীয়ার কথা শ্রীরূপ বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে প্রকট-লীলার পরকীয়াভাব। শ্রীজীবের সন্দর্ভাদিতেও প্রকটলীলায় পরকীয়া-ভাবের কথাই আছে; প্রকটে স্বকীয়-ভাবের কথা নাই। সুতরাং তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীরূপের গ্রন্থ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল, শ্রীজীবের সন্দর্ভদ্বারা সেই উত্তেজনা প্রশমিত না হইয়া বরং আরও বর্দ্ধিত হওয়ারই কথা।

দ্বিতীয়তঃ—অপ্রকট-লীলায় যে পরকীয়া-ভাব, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে কি উজ্জ্বলনীলমণিতে কোথাও এমন কথা নাই; সুতরাং তথাকথিত বিরুদ্ধবাদীদের উত্তেজনার উদ্রেকের প্রশ্নও উঠে না এবং সেই তথাকথিত উত্তেজনা-প্রশমনের জন্যই শ্রীজীবের পক্ষে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বকীয়াবাদ স্থাপনের প্রয়াসের প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

শ্রীজীব হইলেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক-ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতা প্রধান আচার্য্য। সন্দর্ভ হইল তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ। তাঁহার সন্দর্ভে তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত প্রচার না করিয়া যদি কেবল অন্য সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তই প্রচার করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে তিনি গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের সর্ব্বজন-মান্য আচার্য্যরূপে কিরূপে পরিগণিত হইলেন?

যাহা হউক, উল্লিখিত আধুনিক বৈষ্ণব-মহাশয়ের ঐরূপ আরও কয়েকটী অদ্ভুত কথা আছে। তৎসমস্তের আলোচনা অনাবশ্যক।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তীর সিদ্ধান্ত। শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী বলেন, প্রকট এবং অপ্রকট—এই উভয়লীলাতেই ব্রজদেবীদিগের পরকীয়াভাব এবং তাহাদের পরকীয়া বাস্তব।

পরকীয়ার বাস্তবত্বের দুইটা দিক্ আছে—পরকীয়াত্বের বাস্তবত্ব এবং পরকীয়াভাবের বাস্তবত্ব। গোপসুন্দরীগণ যদি বাস্তবিকই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অন্য-গোপদিগের পত্নী হন, তাহা হইলেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে তাঁহাদের পরকীয়াত্ব বাস্তব হইতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় পরকীয়া-বাস্তবত্ব চক্রবর্ত্তিপাদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; যেহেতু, ব্রজগোপীগণ যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনী-শক্তি, তিনি তাহা স্বীকার করেন। তাঁহাদের কৃষ্ণ-শক্তিত্ব স্বীকৃত হইলে অন্য গোপের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্বীকৃত হইতে পারে না। উভয়রূপ স্বীকৃতি হইবে পরস্পর-বিরোধী। তাই মনে হয়, পরকীয়ার বাস্তবত্ব বলিতে তিনি যেন পরকীয়া-ভাবের বা পরকীয়া-অভিমানের বাস্তবত্বের কথাই বলিতে ইচ্ছা করেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে, পরকীয়া-অভিমান-সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, এ বিষয়ে শ্রীজীবের সঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদের মতের বিশেষ অসঙ্গতি নাই।

আর, অপ্রকট-লীলায় পরকীয়া-ভাবের সমর্থনে চক্রবর্ত্তিপাদ যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইটীই প্রধান বলিয়া মনে হয়; অন্য যুক্তি এবং তৎকৃত ঋষিবাক্যাদির ব্যাখ্যা এই দুইটী যুক্তিরই অনুগত। আমাদের মন্তব্যসহ তাঁহার যুক্তি দুইটী এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাই নিত্য, সুতরাং প্রকটলীলাও নিত্য; প্রকটলীলা নিত্য হইলে প্রকটের পরকীয়া-ভাবও নিত্য এবং বাস্তবই হইবে।

মন্তব্য। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যাইবে, এ বিষয়ে শ্রীজীবের সঙ্গে চক্রবর্ত্তিপাদের বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই।

দ্বিতীয়তঃ। প্রকটলীলায় এবং অপ্রকট-লীলায় কোনওরূপ বৈলক্ষণ্য নাই। "ন তু প্রকটাপ্রকটলীলয়োঃ স্বরূপতঃ কিঞ্চন বৈলক্ষণ্যমস্তীতি। উ, নী, ম, নায়কভেদ ১৬-টীকা।" সুতরাং প্রকটলীলার ন্যায় অপ্রকটেও পরকীয়া-ভাবই বিদ্যমান।

মন্তব্য। চক্রবর্ত্তিপাদ এস্থলে বলিলেন, প্রকট এবং অপ্রকট লীলায় কোনওরূপ বৈলক্ষণ্য নাই; অন্যত্র তিনিই আবার বৈলক্ষণ্যের কথাও বলিয়াছেন। উজ্জলনীলমণির সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রকরণের প্রথম শ্লোকের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—অপ্রকটে "মথুরাপ্রস্থানলীলা নাস্তি, মথুরায়া অপ্রকট-প্রকাশেষু সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তদুচিত-লীলাবিশিষ্টস্য সদৈব বিদ্যমানত্বাৎ। যদুক্তং তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমাবিতি গমো ব্রজভূমেঃ প্রকাশা-ন্মথুরাপুরীং প্রতি গমনং আগমো দ্বারকাতঃ দন্তবক্রবধানন্তরমাগমনং প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং ন তু অপ্রকটলীলায়াম্। —ব্রজ হইতে শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন এবং দন্তবক্রবধের পরে মথুরা হইতে ব্রজে আগমন কেবল প্রকট-লীলাতেই আছে, অপ্রকট-লীলায় ব্রজ হইতে মথুরায় গমন এবং মথুরা হইতে ব্রজে আগমন লীলা নাই। অপ্রকটে তদুচিত-লীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরগণের সহিত নিত্যই মথুরায় বিদ্যমান আছেন।" এইরূপ পরস্পর-বিরোধী বাক্যের সমাধান আছে, তাহা এই। অপ্রকটে শ্রীকৃষ্ণলীলার যে অনন্ত প্রকাশ নিত্য বিদ্যমান, তাহা সর্ব্বসম্মত। এই অনন্ত প্রকাশের মধ্যে এমন একটি প্রকাশও আছে, যাহার সঙ্গে প্রকট-প্রকাশের কোনও অংশেই বৈলক্ষণ্য নাই। এইরূপ অপ্রকট প্রকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—প্রকটে এবং অপ্রকটে কোনও রূপ বৈলক্ষণ্য নাই। আবার অপ্রকটে এমন প্রকাশও আছে, যাহার সঙ্গে প্রকটের বৈলক্ষণ্য আছে, এইরূপ প্রকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি আবার বলিয়াছেন—প্রকটে ও অপ্রকটে বৈলক্ষণ্য আছে। ইহাই পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান।

অপ্রকট-লীলায় কান্তাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে আপাতঃদৃষ্টিতে শ্রীজীব এবং চক্রবর্ত্তীর মধ্যে যে মতভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, সেই মতভেদের সমাধানও উল্লিখিত রূপেই করা যায়।

অপ্রকট-লীলার যে প্রকাশের সঙ্গে প্রকট-প্রকাশের কোনও বৈলক্ষণ্যই নাই, সেই প্রকাশের প্রতি চিত্তের আবেশবশতঃই চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—প্রকটের ন্যায় অপ্রকটেও পরকীয়া-ভাব। আর শ্রীজীব বলিয়াছেন—অপ্রকট গোলোকের কথা—প্রকটলীলার অপ্রকটলীলানুগত মুখ্যপ্রকাশের কথা। অপ্রকট গোলোকের সঙ্গে প্রকট-বৃন্দাবন-লীলার কোনও কোনও অংশে বৈলক্ষণ্য আছে। শ্রীজীব বলেন—এই অপ্রকট গোলোকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজসুন্দরীদিগের পরম-স্বকীয়া-ভাব।

দুই জনের আবেশ দুই প্রকাশের লীলায়, তাই আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁহাদের মধ্যে অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। উভয়ের কথাই সত্য। যাহা হউক, প্রকটলীলা-অবলম্বনেই যখন ভজন এবং সাধনের পূর্ণতায় প্রাপ্তিও যখন প্রকটলীলার যোগেই, তখন অপ্রকটে কান্তাভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধকের বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হওয়ারও প্রয়োজন দেখা যায় না। শ্রীপাদ-চক্রবর্ত্তীর সিদ্ধান্তানুসারে প্রকট ও অপ্রকট—উভয়ত্রই সাধনসিদ্ধ জীব পরকীয়া-লীলার সেবা পাইবেন। আর, শ্রীজীবের সিদ্ধান্তানুসারে প্রকটে পরকীয়া-লীলার এবং অপ্রকটে স্বকীয়া-লীলার—অধিকন্তু প্রকাশান্তরে পরকীয়া-লীলারও—সেবা পাইয়া সাধনসিদ্ধ জীব কৃতার্থ হইতে পারেন; সুতরাং সাধকের চিন্তার কোনও হেতুই নাই।